প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৯ ◆ ৩০ মে - ৫ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

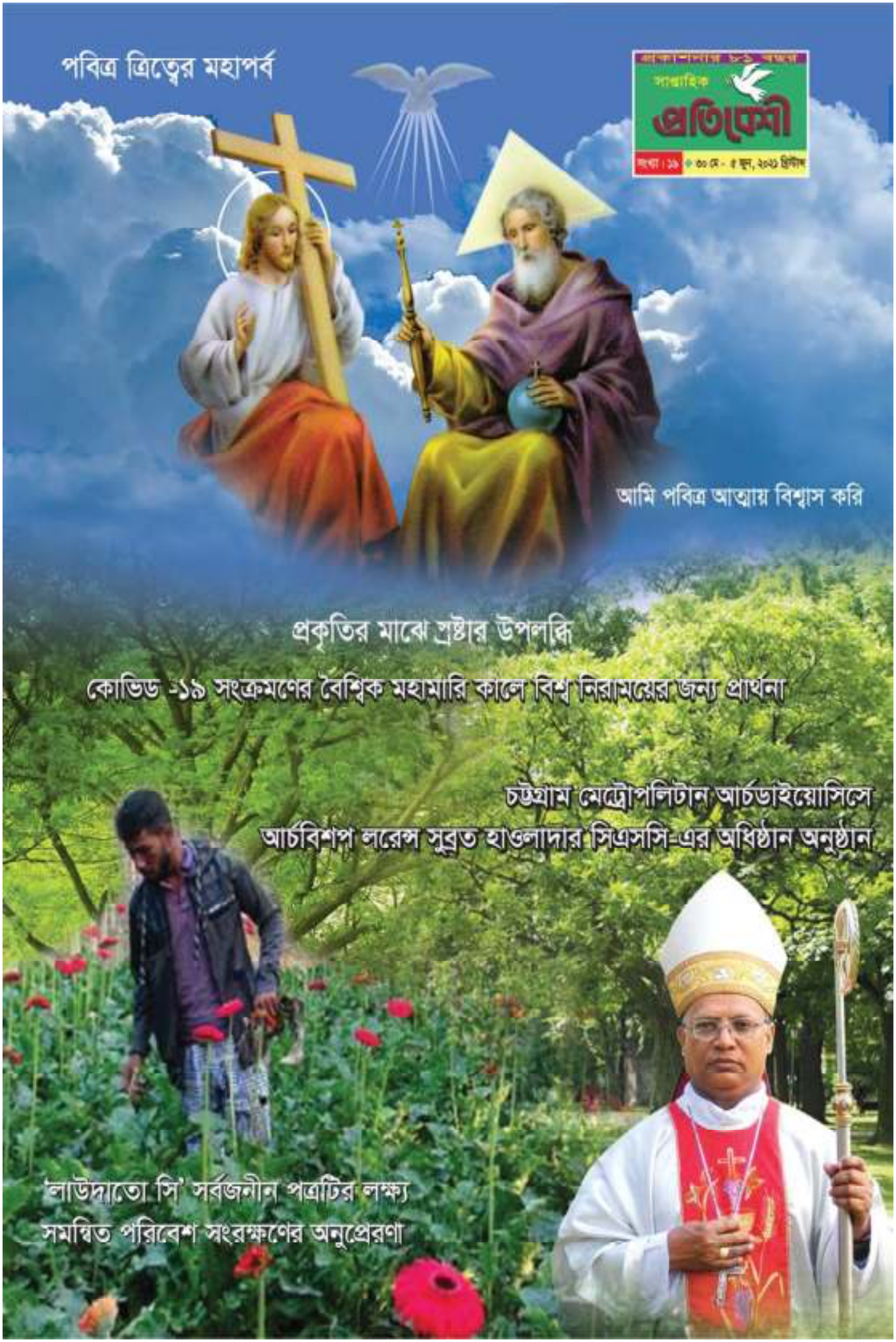

পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব

আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি

প্রকৃতির মাঝে স্রষ্টার উপলব্ধি

কোভিড -১৯ সংক্রমণের বৈশ্বিক মহামারি কালে বিশ্ব নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান আর্চডাইয়োসিসে
আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি-এর অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান

'লাউদাতো সি' সর্বজনীন পত্রটির লক্ষ্য
সমন্বিত পরিবেশ সংরক্ষণের অনুপ্রেরণা

"আমি পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস করে, সে মরলেও জীবিত থাকবে"। (যোহন ১১:২৫)

গত ১৫ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বিকাল ৬:১৫ মিনিটে কোনো কিছু না বলে নিরবে পৃথিবীর মোহ-মায়া ত্যাগ করে আমাদের ছেড়ে পাড়ি দিয়েছো স্বর্গরাজ্যে, প্রভুর সান্নিধ্যে। তুমি আছো, তুমি ছিলে, তুমি থাকবে চিরকাল আমাদের হৃদয়ে। সর্বক্ষণ তোমার পদচারণা আমরা শুনতে পাই। তোমার শূন্যতা আমাদের খুবই কষ্ট দেয়। তুমি বেঁচে থাকবে আমাদের প্রতিটি নিশ্বাসে, অন্তরের মনি কোঠায়। আমরা বিশ্বাস করি তুমি পিতার কাছে স্বর্গে আছো। স্বর্গ থেকে তুমি প্রার্থনা করো আমরা যেন তোমার আদর্শ ও শিক্ষা নিয়ে আমাদের জীবন কাটাতে পারি।

ইজাবেলা রোজারিও (মালতী)
জন্ম : ৩ জানুয়ারী, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১৭৩/১, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে, সকলের প্রার্থনা কামনায়-

স্বামী : মাইকেল রোজারিও
ছেলে-ছেলের বউ : স্বপন-এমিলি, প্রদিপ-ইমেল্ডা, দিলীপ-চিত্রা, তপন-বিনা
মেয়ে-মেয়ের জামাই : রানী-রমেশ, সন্ধ্যা-টমাস
নাতী-নাতী বউ, নাতীন-নাতীন জামাই ও পুতি-পুতিন

মায়ের ঐশধামে যাত্রা

প্রয়াত মার্থা রোজারিও
জন্ম : ২৪ জুন, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : বাগদী, নাগরী ধর্মপল্লী

মা, তুমি ছিলে, আছ, থাকবে। এখনও বিশ্বাস করতে পারছিনা তুমি নেই। ঈশ্বরের প্রতি তোমার ছিল প্রগাঢ় বিশ্বাস, তাতে নির্ভর করে মারীয়ার আশ্রয়ে ধরণীতে একটি সুখের আবাস তৈরী করেছিলে। কিন্তু সব মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে আমাদের শোক সাগরে ভাসিয়ে তুমি চলে গেলে স্বর্গধামে। দীর্ঘ দশ মাস বিছানায় থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল সোমবার দুই মেয়ে নাতীর কোলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছো।

আমাদের মা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, পরোপকারী, নীতিবান, বন্ধুসুলভ, দায়িত্বশীল। বছরের প্রত্যেকটি দিন সকালে গির্জা এবং বিকেলে সাধু আন্তনীর চ্যাপেলে যাওয়া ছিল প্রধান কাজ। তিনি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সবসময় প্রার্থনা করতেন। নিয়মিত রোজারি মালা প্রার্থনা করতেন। বিশেষভাবে মধ্যস্থানের আত্মাদের জন্য দিনে ২২-৩০টি রোজারী প্রার্থনা করেছেন। একবার মনে হলো এত প্রার্থনায় কি আত্মা স্বর্গে যায়? তাই তিনি ঈশ্বরের কাছে বললেন, "আগামীকাল যদি আমি কারো কাছ থেকে ছোট্ট কিছুও পাই তবে জানাবো আমার প্রার্থনা পূরণ হয়েছে।" পরের দিন সকালে ঠিকই একজন লোক এসে মার্থা দিদির খোঁজ করল। লোকটি তার একজন ছাত্র বিদেশ থেকে এসেছে তার জন্যে একটা gift (শাড়ী) নিয়ে এসেছে। পরে তিনি ভয় পেয়ে একজন ফাদারের কাছে জানতে চাইলেন তিনি পাপ করেছেন কিনা। ফাদার তাকে না বলে আশ্বস্থ করেছেন।

মায়ের বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি দীর্ঘ ৮৫ বছর কোন ঔষধ খাননি। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই ঘুমের মধ্যে স্ট্রোক করে ডান পাশ অবশ হয়ে গেছে এবং কথা বলতে পারেনি। কিন্তু সব প্রার্থনা বলতেন।

মা, স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো আমরা প্রত্যেকে যেন তোমার দেখানো আদর্শ পথে চলতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

তোমারই আদরের মেয়ে -
বীনা, সিস্টার কিরণ
ছেলে-ছেলে বৌ : শংকর-সীমা, শেখর-সমিতা
নাতি-নাতনী : সৈকত, সাগর, কাব্য, কথা, প্রিয়াংকা।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ১৯
৩০ মে - ৫ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১৬ - ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ত্রিত্বীয় আধ্যাত্মিকতার আলোকে প্রকৃতির যত্ন নিক সকলে

পৃথিবীর ধর্মবিশ্বাসী মানুষেরা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে। বেশিরভাগ ধর্মই মনে করে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সন্নিবেশে বিশ্বজগৎ মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। সবকিছু নিখুঁত ও সুচারুভাবে সৃষ্টি হলে মানুষকেও সৃষ্টি করা হয়। পবিত্র বাইবেল বলে, আকাশমণ্ডল, ভূপ্রকৃতি, জীবজন্তু, বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রভৃতি সবকিছু উত্তমরূপে সৃষ্টি করার পর মানুষকে ঈশ্বর নিজ সাদৃশ্যে সৃষ্টি করলেন; পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করলেন। মানুষের হাতে ঈশ্বর তুলে দিলেন ভূপ্রকৃতির ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার। ঈশ্বর মানুষের উপর আস্থা রাখছেন কেননা তিনি মানুষকে নিজ সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর চাচ্ছেন তিনি যেমনিভাবে সুন্দর ভূপ্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন মানুষও যেন সেই সৌন্দর্য বজায় রাখে।

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। তারা বিশ্বাস করে এক ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা মিলে এক ঈশ্বর। জগৎ সৃষ্টির সময় এক ঈশ্বর হিসেবে তারা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ত্রিব্যক্তিক এক পরমেশ্বরে বিশ্বাস-ই খ্রিস্টধর্মের গভীর ও মৌলিক রহস্য। এক ঈশ্বরের মধ্যেই ত্রি-ব্যক্তির অবস্থান মানবীয় যুক্তি-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে হলেও উপলব্ধির বাইরে নয়। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তিন বাস্তবতা হয়েও এক ঈশ্বর। একতা ও ভালবাসার কারণেই পবিত্র ত্রিত্ব আলাদা আলাদা হয়েও অভিন্ন। পবিত্র ত্রিত্বের কাজের ভিন্নতা আছে কিন্তু কোনো বিরোধিতা নেই। কেননা পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্মান তাদেরকে এক করে রেখেছে। পবিত্র ত্রিত্বের নামে যে খ্রিস্টীয় জীবন শুরু করে খ্রিস্টানেরা; সে-ই খ্রিস্টানদের জন্য ত্রিত্বীয় জীবনের গুণাবলী; যথা- ভালবাসা, একতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, বৈচিত্র্যতা ও বিভিন্নতাকে গ্রহণ ও সমতার মূল্যবোধ চর্চা করা কত না আবশ্যক। এই গুণগুলো যখন সকল মানুষ চর্চা করবে কখন জগৎ উত্তম হয়ে ওঠবে। জগৎ ভালো থাকলে মানুষও ভালো থাকতে পারবে। তবে জগতকে ভালো রাখার কাজটি মানুষকেই করতে হবে।

মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটাতে, জীব জগতে প্রাধান্য বিস্তার করতে ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রকৃতিকে প্রায়ই অতিরিক্ত ব্যবহার করছে। শুধু মাত্র ব্যবহারের মধ্যেই সীমিত রাখছে নিজেদের কর্মকাণ্ড। কিন্তু প্রকৃতির যে যত্নেরও প্রয়োজন তা প্রায়ই ভুলে যায়। কিন্তু ঈশ্বর সৃষ্টির শুরুতেই মানুষকে প্রকৃতি রক্ষার অভিভাবক নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু ভক্ষক হয়ে থ াকতেই বেশি পছন্দ করছে। তাই মানুষকে সচেতন হতে হবে প্রথমত ঈশ্বর প্রদত্ত দায়িত্ব এবং নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কর্তব্য পালন সম্পর্কে।

পবিত্র ত্রিত্বের আধ্যাত্মিকতা ভিন্নতার মাঝে একতা, স্বতন্ত্রতা-বিচিত্রতা গৃহীত কিন্তু সকলে মিলনে আবদ্ধ, ভালবাসায় সংযুক্ত। ত্রিত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা আংশিকভাবে প্রকৃতির মধ্যেও লক্ষ্য করি। বৈচিত্র্যে ভরপুর পৃথিবীর সকল কিছুরই মধ্যে মিলন থাকলেই জগৎ উত্তম হয়ে ওঠে। আবার সকল কিছু একরকম হলে কেউ-ই উত্তম হয়ে ওঠতো না। তাই বৈচিত্র্যতা, স্বতন্ত্রতাকে যেমনি মূল্য দিতে হবে ঠিক তেমনি মিলন বাসনাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। কোনটিকেই অস্বীকার করা যাবে না। যখন কোন একটিকে অস্বীকার করা হয় তখনই সমস্যার সূত্রপাত হয়। যা বর্তমান জগৎ অভিজ্ঞতা করছে। আমার প্রয়োজনটাকে বড় করে দেখতে গিয়ে অন্যের প্রয়োজনটিকে ধ্বংস করছি। অনেক সময়ই অযথা প্রয়োজন সৃষ্টি করে আমরা নিজেদের মধ্যে এবং প্রকৃতি ও আমাদের মধ্যে দূরত্ব রচনা করে সৃষ্টির সৌন্দর্য নষ্ট করি। বর্তমানের আমিত্ববাদ ও ভোগবাদের যাতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে দরিদ্র মানুষ ও নিরীহ প্রকৃতি। এমনিতর অবস্থায় পোপ ফ্রান্সিস তার সর্বজনীন পত্র 'লাউদাতো সি'তে প্রকৃতির যত্ন দান করার জন্য বিশ্ববাসীকে উদাত্ত আহ্বান রাখছেন। দৃঢ় বিশ্বাস করি বিশ্ববিবেক পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মিলন আনতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মানুষ সর্বোত্তম প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। †

যিশু কাছে এসে তাঁদের বললেন, "স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য করো; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার-নামে তাদের দীক্ষাস্নাত করো।" *(মথি ২৮:১৮-১৯)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

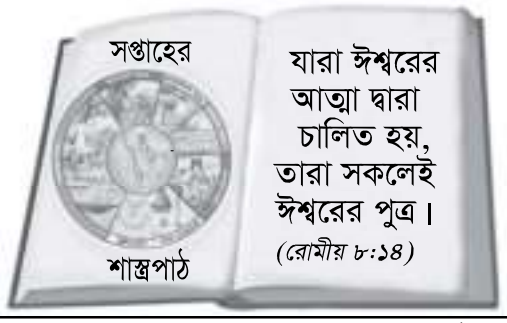

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বসমূহ ২৩ - ২৯ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২৩ মে, রবিবার

শিষ্যচরিত ২: ১-১১, সাম ১০৪: ১, ২৪, ২৯-৩১, ৩৪, গালাতীয় ৫: ১৬-২৫; অথবা ১ করি ১২: ৩খ-৭, ১২-১৩, যোহন ১৫: ২৬-২৭, ১৬: ১২-১৫; অথবা যোহন ২০: ১৯-২৩

২৪ মে, সোমবার

খ্রিস্ট মণ্ডলীর মাতা মারীয়ার স্মরণ দিবস
আদি ৩: ৯-১৫, ২০; অথবা শিষ্যচরিত ১: ১২-১৪, সাম ৮৬: ১-২, ৩, ৫, ৬-৭, যোহন ১৯: ২৫-৩৪
অথবা: বেন-সিরাখ ১৭: ২৪-২৯, সাম ৩২: ১-২, ৫-৭, মার্ক ১০: ১৭-২৭

২৫ মে, মঙ্গলবার

বেন-সিরাখ ৩৫: ১-১৫, সাম ৫০: ১, ৫, ৭-৮, ১৪, ২৩, মার্ক ১০: ২৩খ-৩১

২৬ মে, বুধবার

সাধু ফিলিপ নেরী-এর স্মরণ দিবস
বেন-সিরাখ ৩৬: ১, ৪-৫ক, ১০-১৭, সাম ৭৯: ৮-৯, ১১, ১৩, মার্ক ১০: ৩২-৪৫ অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান : ফিলিপ্পীয় ৪: ৪-৯, সাম ৩৩: ১, ৩-৫, ১৮, ২০-২২, লুক ৬: ৪৩-৪৫

২৭ মে, বৃহস্পতিবার

বেন-সিরাখ ৪২: ১৫-২৬, সাম ৩৩: ২-৯, মথি ১০: ৪৬-৫২

২৮ মে, শুক্রবার

বেন-সিরাখ ৪৪: ১, ৯-১৩, সাম ১৪৯: ১-৬ক, ৯খ, মার্ক ১১: ১১-২৫

২৯ মে, শনিবার

মা- মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টাযাগ
বেন-সিরাখ ৫১: ১২-২০. সাম ১৯: ৭-১০, মার্ক ১১: ২৭-৩৩

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৩ মে, রবিবার

+১৯৭৯ সিস্টার এম কলম্বা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০২০ ব্রাদার বিজয় এইচ. রড্রিক্স সিএসসি (ঢাকা)

২৫ মে, মঙ্গলবার

+ ১৯১১ ফাদার পল গাদন সিএসসি
+ ১৯৯১ ব্রাদার মেরভিন বাপ্টিষ্ট সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৫ সিস্টার রাফায়েল্লা মন্ডল লুইজিনে
+ ২০১৭ ফাদার জেমস টি. বের্নাস সিএসসি

২৬ মে, বুধবার

+ ১৯৪৮ ফাদার রবর্টি ওয়েচুল্লিস সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফাদার উইলিয়াম মনাহান সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৩ ফাদার যোজেপ্পে মিলাজ্জী (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ সিস্টার জুভাননা তুর্কোনি এসসি (খুলনা)
+ ২০০১ সিস্টার নভিস রেখা রুথ মিনজ সিআইসি (দিনাজপুর)

২৮ শুক্রবার

+ ১৮৯৭ সিস্টার আগ্নেশ এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৫৭ সিস্টার মাওরিনা রোসিনি,এসসি
+ ১৯৭৯ ফাদার জর্জ আন্ডাচেরী (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ সিস্টার ভিক্টোরিয়া মারান্ডী সিআইসি (দিনাজপুর)

যিশুর নীলাগান

তুমিলিয়া মিশনের অন্তর্গত চড়াখোলা গ্রামের কৃতি সন্তান, ভাওয়াল এলাকা তথা বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর গর্ব বিশিষ্ট শিক্ষক, সমাজসেবক, লেখক, গীতিকার, সুরকার, গায়ক প্রয়াত শ্রদ্ধাভাজন ডমিনিক পিটার রোজারিও (দুঙ্গু পণ্ডি) যিশুর যাতনাভোগের পালা গান লিখেন এবং গানের সুর দেন। তাঁর লেখা যিশুর যাতনা-ভোগের পালাগান আমাদের কাছে যিশুর নীলা বলেও পরিচিত। যিশুর নীলাগান লেখার পর প্রথমে চড়াখোলা গ্রামে পরিবেশন শুরু হয়। কারণ ডুঙ্গু পণ্ডিত চড়াখোলা গ্রামেরই কৃতি সন্তান। অতপর আমার জানামতে চড়াখোলা গ্রামের পর লুদুরিয়া গ্রামের খ্রিস্টভক্তগণও যিশুর নীলাগান করতে থাকেন। পি.এইচ.বি এলাকার খ্রিস্টভক্তগন ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ হতে যিশুর নীলাগান শুরু করে। যিশুর নীলাগান হলো যিশুর যাতনাভোগের মর্মস্পর্শী ঘটনা যা কথা ও গানের মাধ্যমে খ্রিস্টের বানীপ্রচার করে। অর্থাৎ বর্তমানে চড়াখোলা, লুদুরিয়া ও পি.এইচ.বি যিশুর নীলাগানের দল গান করে যাচ্ছেন। আমি দীর্ঘ ৬বছর সেমিনারীতে থাকার পর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে আমার প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সমবায় আন্দো-লনে আমার গুরু প্রয়াত নমস্য ফিলিপ পেরেরা (ফিলিপ স্যার) আমাকে চড়াখোলা যিশুর নীলা গানের দলের সাথে সংযুক্ত করেন। অতপর সুনীল পেরেরার সাথে থেকেও যিশুর নীলায় পাঠক ও প্রম্পটার হিসাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন মিশনে যিশুর নীলার পরিবেশনের মাধ্যমে যিশুর বানী প্রচার কাজে অংশ নিতে পেরে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ আজ প্রায় ৩৭ বছর যাবৎ যিশুর নীলার সাথে জড়িত এবং আমার স্ত্রী ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ হতে যিশুর নীলায় মা-মারীয়ার চরিত্রে অভিনয়ের সাথে জড়িত। তাই আজ যিশুর নীলা নিয়ে কিছু প্রস্তাবনা রাখার প্রয়াসে আমার লেখা। এটা একান্তই আমার মনের অভিব্যক্তি। যিশুর নীলা যিশুর যাতনাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ঘটনার প্রকাশ। মূলত ভাওয়াল এলাকায় এই গানের জনপ্রিয়তা এখনও তুঙ্গে। যিশুর নীলা যেখানেই হয় খ্রিস্টভক্তগন নীরব প্রার্থনা পরিবেশে তা শ্রবন ও অনুধ্যান করেন। মূলত প্রায়শ্চিত্তকালীন সময়েই যিশুর নীলাগান বেশি বেশি পরিবেশন হয়। তাছাড়া অনেক খ্রিস্টভক্তগন বিভিন্ন কারনে এই গান মানত করে বছরের তাদের সুনির্দিষ্ট সময়েও করিয়ে থাকেন। যিশুর নীলাগানের সুর ডুঙ্গু পণ্ডিত করে গেছেন যা শুনলে হৃদয়ে যিশুকে স্পর্শ করা যায়। ভীষন হৃদয়জাগানো সুর। কিন্তু লক্ষ করা যায় ইদানিং যিশুর নীলাগান আসল সুর পরিবর্তন করে অন্য সুরেও পরিবেশন করা হচ্ছে। সবিনয় অনুরোধ, আসুন ডুঙ্গু পন্ডিতের প্রতি যথার্থ সম্মান জানিয়ে তাঁর করে দেয়া সুরে যিশুর নীলাগান করে যাই। সাধারনত যিশুর নীলাগান গুলো পাঠকগন ২বার করে এবং দোহারগণ ২বার করে গায় এতে করে যিশুর নীলা প্রায়

৫৫ টি গান ও পাঠ নিয়ে যিশুর নীলা করতে সময় লেগে যায় প্রায় ৬/৭ঘন্টা। সাধারনত যিশুর নীলা শুরু হয় সন্ধ্যায়। তাই আমার দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতায় দেখি, সন্ধ্যা ৬ টায় শুরু হলেও শেষ হতে রাত ১২/১টা বেজে যায়। যার ফলে গানের শেষ প্রান্তে এসে শ্রোতা ও দর্শক অনেক কমে যায় এতে করে আমরা যারা দলের সাথে জড়িত তারা বেশি বিব্রতবোধ ও মনোকষ্ট পাই। তাই আমার প্রস্তাবনা হলো প্রতিটা গান এখন হতে পাঠকরা গাইবে ১বার করে ও দোহারগণ গাইবে একবার করে এতে করে যিশুর নীলা শেষ হবে ৪-৫ ঘন্টার মধ্যে এবং দর্শক শ্রোতাও শেষ পর্যন্ত থাকবে এবং সবার সার্থকতা বজায় রবে সুন্দরভাবে। নমস্য গীতিকার ডুঙ্গু পণ্ডিত যিশু নীলা লেখেন মূলত যিশুর যাতনাভোগ, যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ঘটনা নিয়ে। কিন্তু নব্বইদশকে এসে দেখা যায় অনেকে যিশুর জন্ম হতে যিশুর আশ্চর্যজনক কাজগুলো যিশুর নীলার সাথে সংযুক্ত করে পরিবেশন করছে এতে করে অতিরিক্ত আরও ১ঘন্টা সময় বেশি লাগছে। সেই সাথে অনেকে যিশুর জন্মের কাহিনী সংযুক্ত করায় দ্বিমত পোষন করে। তাদের মতে যিশুর যাতনাভোগের পাল্লা শুধু যিশুর যাতনা, মৃত্যু ও পুনরুত্থান থাকলেই ভালো, জন্মকাহিনী নয়। অর্থাৎ গীতিকারের রচনাকে প্রাধান্য দিলেই ভালো হয়। আমরা যারা যিশুর নীলার সাথে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত আমাদের মনে রাখতে হবে, যিশুর নীলা হলো, যিশুর বাণী প্রচার তাই আমরা যারা যেই চরিত্রেই অভিনয় করি না কেন আমাদের ব্যক্তি জীবন ও অভিনয় চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য থাকে তাহলে ভক্ত শ্রোত-াদের হৃদয় উপলব্ধি বেশি হবে। সেই সাথে যিশুর নীলা দলের সবার মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখা ভীষন প্রয়োজন অর্থাৎ কোনভাবেই যেন যিশুর নীলাতে পলিটিক্স প্রবেশ করতে না পারে। আর আমার প্রিয় বানীদিপ্তির পরিচালকের কাছে বিনীত অনুরোধ, সম্ভব হলে প্রতিটি দলের যিশুর নীলা সুন্দরভাবে ভিডিও করে তা বানীদিপ্তী বা প্রতিবেশীর আর্কাইভে রাখলে ভালো হয়। এর জন্য আমাদের অনেক হৃদয়বান খ্রিস্টভক্ত স্পন্সর করতে প্রস্তুত । শুধু প্রয়োজন যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ। প্রায়শ্চিত্তকালীন সময়ে বিভিন্ন ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ও পালকীয় পরিষদ যিশুর যাতনাভোগের পালাগান করার আয়োজন করলে খ্রিস্টভক্তের প্রায়শ্চিৎকালীন অনুধ্যান সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস ॥

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ
ফার্মগেট, তেজগাঁও।

ফাদার সজল আন্তনী কস্তা

পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব

দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৩২-৩৪, ৩৯-৪০
সাম ৩৩: ৪-৫বি, ৯, ১৮-১৯, ২০, ২২
রোমীয় ৮: ১৪-১৭
মথি ২৮: ১৬-২০

একদিন সাধু আগস্টিন পবিত্র ত্রিত্বের রহস্যময় বিষয় নিয়ে চিন্তামগ্ন অবস্থায় সমুদ্র তীরে ঘুরছেন। একসময় তিনি সেখানে একটি শিশুকে লক্ষ্য করলেন যে কিনা একটি ছোট্ট পাত্রে করে সমুদ্রের পানি এনে একটি গর্তে রাখছে। "তুমি এখানে কি করছ?" সাধু আগস্টিন জিজ্ঞেস করল। শিশুটি তখন বলল যে আমি এই বিশাল সমুদ্রের পানি সম্পূর্ণ এনে আমার এই ছোট্ট গর্তের মধ্যে রেখে দিব। সাধু হাসতে হাসতে তখন শিশুকে বলল তুমি এভাবে কখনো তা করতে পারবে না। শিশুটি তখন দাঁড়ালো এবং বলল, আপনিও আমার মতো একই কাজ করছেন। আপনার ছোট্ট বুদ্ধি দিয়ে আপনি কিভাবে পবিত্র ত্রিত্বের রহস্য আবিষ্কার করতে পারেন?

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আসলে এই ত্রিত্বের রহস্য পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা যে এক ঈশ্বর এই রহস্য কেউ কোনদিন পরিপূর্ণ ভাবে আবিষ্কার করতে পারে না। এটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের বিষয় যা আমাদের খ্রিস্ট মণ্ডলীর বিশ্বাসের নিগূঢ় রহস্য। খ্রিস্টিয় শিক্ষা অনুসারে আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর এক এবং সেই এক ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। পিতা ঈশ্বর হলেন এই বিশ্ব ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা; পুত্র ঈশ্বর হলেন ত্রিভুবণের বিচার কর্তা এবং মুক্তিদাতা; পবিত্র আত্মা ঈশ্বর হলেন আমাদের সকল কিছুর জীবনদাতা, আমাদের সর্ব মঙ্গলের উৎস। এই ত্রিত্বময় পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তি করে যে পরিবারটি গঠিত তা হল খ্রিস্টিয় পরিবার। খ্রিস্টিয় পরিবারের মূল আদর্শ হলেন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট। যার মধ্য দিয়ে একটি পরিবার পরিচিত হয় খ্রিস্টিয় পরিবার হিসেবে।

আজকের প্রথম পাঠে দ্বিতীয় বিবরণ থেকে দেখি ইস্রায়েল জাতির জন্য ঈশ্বরের কত ভালবাসা, তাদের বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতির সময়ে ঈশ্বর তাদের পাশে থেকেছেন এবং বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। এখানে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা আমরা উপলব্ধি করি। দ্বিতীয় পাঠে রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের পত্রের মধ্য দেখতে পাই যে যদি আমরা পবিত্র আত্মার প্রেরণাতেই পথ চলি তবেই আমরা ঈশ্বরের সন্তান হতে পারব আর সেই সাথে একদিন আমাদের যা কিছু পাবার কথা তা পাবার অধিকার আমাদের আছেই। মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখতে পাই যে যিশু তাঁর শিষ্যদের আদেশ দিচ্ছেন যে তারা যেন সকল জাতির মানুষের কাছে তাঁর মঙ্গলবাণী প্রচার করেন এবং সবাইকে দীক্ষাস্নাত করেন- পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মার নামে। আজকের এই তিনটি পাঠেই দেখি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার ভূমিকা। ঈশ্বরের ভালবাসা, পবিত্র আত্মার নিত্য সহায়তা ও পুত্র যিশুর নির্দেশ বানী যেন সকল মানুষকে খ্রিস্টের পথে নিয়ে আসতে পারি। যিশুর দেয়া নির্দেশ বাণী পূর্ণ করার জন্য আমরা প্রত্যেকেই আহূত আমাদের দীক্ষাস্নানের গুনে যা আমরা পেয়েছি আমাদের রাজকীয় যাজকীয় ও প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে।

ত্রিত্বময় পরমেশ্বরের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি, তার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেখানে আমরা কয়েকটি বিষয় দেখতে পাই তা হল- একতা, মিলন, বিশ্বাস, সুসম্পর্ক, পারস্পরিক সমর্থন, ভালবাসা। পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে রয়েছে একতা। যার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই ঐশরিক ভালবাসা। এখানে আমরা উপলব্ধি করতে পারি তাঁরা পরস্পর ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। "আমি আর আমার পিতা এক"*(যোহন ১১:৩০)*।

মিলন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা আমরা ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের কার্যকলাপের মধ্যে দেখতে পাই। এই মিলন হলো শক্ত একটি ভিত্তি। যার মধ্যদিয়ে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক বিরাজমান। তাই তিনি বলেছেন, " পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যাও আর পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষাস্নাত কর"*(মথি ২৮: ১৯)*।

ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের মধ্যে একটি বিষয় খুব গভীর ভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, তা হল বিশ্বাস। এখানে আমরা কোন ভাবেই তাঁদের কোন কার্যক্রমের মধ্যে সন্দেহ করতে বা বিশ্বাসের অভাব দেখতে পাই না। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর তাঁদের বিশ্বাসে অধীর ও অবিচল।

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, ত্রিত্ব ঈশ্বরের মধ্যে এক গভীর ভালবাসার সম্পর্ক। যে ভালবাসা হল স্বর্গীয় আভায় পরিপূর্ণ। এই ভালবাসার মধ্যে কোন জাগতিকতার ছোঁয়া নেই। কোন ধরণের মলিনতার ছায়া আক্রমণ করতে পারে না। এ ভালবাসা পুত পবিত্র, ছলনাবিহীন, নিষ্কলঙ্ক-নিষ্পাপ।

আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন শুরু হয়েছে এই ত্রিত্বময় পরমেশ্বরের নামে আর হা হলো, আমরা সবাই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষাস্নাত হয়েই খ্রিস্ট ধর্মে প্রবেশ করেছি। খ্রিস্ট বিশ্বাসের আলোকে যে পরিবার জীবন-যাপন করে এবং খ্রিস্ট যাদের ধ্যান-জ্ঞান, খ্রিস্টকে কেন্দ্র করে যাদের পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় আচার-আচরণ, মূল্যবোধ প্রকাশ পায় ঐ পরিবার হল খ্রিস্টিয় পরিবার। কোন পরিবার যদি সত্যিই খ্রিস্টীয় পরিবার হয় তাহলে তাদের যে জীবনাচরণ হবে তা অখ্রিস্টান পরিবার বা অন্য পরিবারগুলো থেকে পার্থক্য হতে বাধ্য। এই পার্থক্য হওয়াটাই হল খ্রিস্টীয় পরিবারের স্বকীয় ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। যেখানে স্বয়ং ত্রিত্ব পরমেশ্বরের বৈশিষ্ট্য, নাজারেথের পবিত্র পরিবারের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তা হল ত্রিত্ব পরমেশ্বরের আবাস বা সিংহাসন। সামগ্রিকভাবে আমরা বলতে পারি যে, খ্রিস্টীয় পরিবার হল পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সমন্বয়ে গঠিত পবিত্র ত্রিত্বের স্থায়ী সিংহাসন।

যে পরিবারের মধ্যে ত্রিত্বময় পরমেশ্বরের আশীর্বাদ থাকে সে পরিবার আদর্শ পরিবারের ন্যায় জীবন-যাপন করবে। সেখানে থাকবে পারস্পরিক সম্মানবোধ, প্রার্থনাপূর্ণ জীবনাচরণ, পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সুসম্পর্ক, ক্ষমার আলোতে জীবন যাপন, ভালবাসায় পরিপূর্ণ জীবন, মানুষের তরে সেবায় ব্রতী জীবন, পবিত্র ধর্মিষ্ঠ জীবন-যাপন।

ত্রিত্বময় পরমেশ্বরের মধ্যে যে একতা আমরা লক্ষ্য করি তা যেন আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলীর মধ্যে বিরাজমান হয়। সমস্ত রেষারেষি, ভেদাভেদ ভুলে যে খ্রিস্টমণ্ডলীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পবিত্র ত্রিত্বের এই মহাপর্ব দিবসে পবিত্র ত্রিত্বের প্রতি আমাদের বিশ্বাস যেন আরো গভীর হয় এবং পরিবার, সমাজ ও খ্রিস্টমণ্ডলী সামগ্রিক ভাবে আমরা যেন খ্রিস্টের আরো বাণী প্রচারে যোগ্য কর্মী হতে পারি। সবাইকে যেন ঈশ্বরের পথ নিয়ে আসতে পারি ॥ ৯০

দুঃখ প্রকাশ

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সংখ্যা ১৮, ২০২১ এর প্রচ্ছদে ডান দিক থেকে নিচে **'আধিবাসী'** এর স্থলে **'আদিবাসী'** পড়তে হবে। অনাকাঙ্খিত এই ভুলে জন্যে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

- সম্পাদক

লাউদাতো সি সপ্তাহ - ২০২১ খ্রিস্টাব্দ উপলক্ষে বাণী

শ্রদ্ধেয় ও স্নেহের ভাই-বোনেরা,

সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশনের পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। আমরা সকলেই অবগত আছি যে গত বছর মে মাসে আমরা পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীন পত্র "লাউদাতো সি'" (তোমার প্রশংসা হোক)-এর ৫ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান করেছি। আর গত এক বছর ধরে আমরা "লাউদাতো সি'" বছর উদ্‌যাপন করেছি। এই সময় আমরা প্রকৃতি ও পরিবেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের পক্ষে যা যা করা সম্ভব তা করার চেষ্টা করেছি। আমরা ধরিত্রী মাতার যত্ন করেছি, গাছ লাগিয়েছি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভিযান চালিয়েছি, কার্বন নিসরণ কমাতে চেষ্টা করেছি, তা ছাড়াও পৃথিবীর 'ওজোন' স্তরের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে আরও অনেক কিছু আমরা করেছি। আমরা ফসিল তেল ব্যবহার করে যে এনার্জি বা শক্তি উৎপাদিত হয়, তার ব্যবহার কম করে, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছি। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অপচয় রোধ করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছি। বাংলাদেশের কাথলিক বিশপগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের সকল মহাধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপ্রদেশগুলিতে ৪০০,০০০ গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছি, এখনও সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

ভাতিকানের 'মানব উন্নয়ন' নামক পুণ্য দপ্তর পোপ ফ্রান্সিসের এই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে আগামী ৭ বছর ধরে এই উদ্দেশে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে। ঈশ্বর পরম ভালবাসায় যত্ন করে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী আর তন্মধ্যস্থ সকল বস্তু ও প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। আর তার সবই তিনি রেখেছেন মানুষের তত্ত্বাবধানে ও মানুষেরই কল্যাণের জন্য। মানুষ এই পৃথিবীর যত্ন করবে আর এর মধ্যে যা যা তার প্রয়োজন সে তার সবই ভোগ করবে, এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা। তাই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বান হলো যেন আমরা তাঁর উপহার দান এই ধরিত্রীকে যত্ন করি। আমরা তাঁর সকল সৃষ্টি ও কৃষ্টির যত্ন করার জন্য অনক কিছুই করতে পারি। কিন্তু সকলেই একইভাবে বা একই পদ্ধতিতে সেই যত্নের করবে, তা আমরা আশা করতে পারি ন। এই কাজে আমদের সৃজনশীল হতে হবে।

আমরা সকলেই জানি যে বর্তমানে আমাদের এই পৃথিবীর আবহাওয়া বা জল বায়ুতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়েছে কয়েকগুন আর ঝড়-বৃষ্টির মাত্রা ও পরিমাণে হের ফের হচ্ছে। এর ফলে আমাদের সকলেই অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া পৃথিবীর অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে বেশি। আমি তাই আপনাদের কাছে, বাংলাদেশের সকল খ্রিস্টভক্তদের কাছে, অনুরোধ করি আসুন, আমরা আমাদের সৃজনশীলতা ব্যবহার করে আমাদের এই ধরিত্রী মাতার যত্ন করি। প্রাকৃতিক পরিবেশের যত্ন করা আমাদের একটি পবিত্র দায়িত্ব। এই দায়িত্ব আমাদের সকলের, এই দায়িত্ব ঈশ্বরই আমাদের দিয়েছেন। আসুন আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ ও বিশ্বস্ত হই আর তাঁর দেওয়া দানের প্রতি বিশ্বস্ত হই। এই ধরিত্রীর প্রতি যত্নশীল হই। আমরা যদি প্রকৃতি ও ধরিত্রীর যত্ন করি, তাহলে প্রকৃতি ও ধরিত্রীও আমাদের ভালবেসে টিকিয়ে রাখবে। আর যদি আমরা তা করতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমাদের হয়তো ধ্বংসেরই মুখোমুখী হতে হবে। আসুন পরিনামদর্শী হই আর ঈশ্বরের সকল সৃষ্টির যত্ন করি আর সাধ্যমত 'লাউদাতো সি'-এর প্রেরণা অনুসারে জীবন যাপন করি যেন আমাদের আশেপাশের সকলকে তা করতে অনুপ্রাণিত করি। তাতে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আমরা একটি টেকসই, সুন্দর ও উন্নত পৃথিবী রেখে যেতে পারব।

বিশপ জের্ভাস রোজারিও
রাজশাহীর বিশপ,
সভাপতি, ন্যায় ও শান্তি কমিশন, সিবিসিবি

‘লাউদাতো সি’ সর্বজনীন পত্রটির লক্ষ্য সমন্বিত পরিবেশ সংরক্ষণের অনুপ্রেরণা

ড. ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস আমাদের আবাসস্থল, পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষার উপর মে ২৪, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে একটি সর্বজনীন পত্র লিখেছেন। পত্রটির কিরোনাম **‘লাউদাতো সি’** (Laudato Si) এবং বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে **‘তোমার প্রশংসা হোক’**; যা বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি আমাদের অভিন্ন বসতবাটির যত্ন ও সুরক্ষায় জেগে ওঠার একটি আহ্বান। পোপ মহোদয়ের অনুপ্রেরণামূলক এবং চ্যালেঞ্জপূর্ণ পত্রটি বিশ্বের সকল পর্যায়ের মানুষকে সমন্বিত পরিবেশ- প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে ভাবতে প্রেরণা যুগিয়েছে। সর্বজনীন পত্রটি প্রকাশের পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে পোপ মহোদয় ‘লাউদাতো সি বছর’ (মে, ২০২০ থেকে মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ) পালনের আহ্বান জানিয়েছেন; যা মে ১৬-২৫, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ‘লাউদাতো সি সপ্তাহ’ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। ভাতিকানের মানব উন্নয়ন নামব পূন্য দপ্তর পোপ মহাদোয়ের আহ্বানকে সফলতা দান করতে আগামী সাত বছর সময়কে ‘লাউদাতো সি কর্মসূচী প্লাটফর্ম’ ঘোষণা করেছেন এবং সকলকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে আহ্বান করেছেন।

করোনাভাইরাস মহামারির এ অবরুদ্ধ সময়ে নিজের অবস্থানে থেকে আমাদের আবাসস্থল, পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষার জন্য কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থপূর্ণভাবে সপ্তাহটি উদ্‌যাপন করতে পারি। ‘লাউদাতো সি’ সর্বজনীন পত্রটির লক্ষ্যসমূহ এবং সমন্বিত পরিবেশ সংরক্ষণের অনুপ্রেরণার মৌলিক মানবিক ও সামাজিক দিকসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১. জগতের আর্তনাদে সাড়াদানঃ আমাদের অভিন্ন বসতবাটির মৌলিক কিছু উপাদান নিয়ে গভীর মনোযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। যেমন- **(ক)** ভূমি বা মাটি, **(খ)** বায়ু বা বাতাস, **(গ)** আগুন এবং **(ঘ)** জল ইত্যাদি। এসব আমাদের জীবনযাপনে অপরিহার্য উপাদান এবং এসব ছাড়া জীবন বাঁচতে পারে না। কিন্তু এসবই এখন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এবং আমাদের সকলকেই ভাবিয়ে তুলছে; আমরা সবাই ভুক্তভোগী। প্রকৃতি ও পরিবেশ শুধু একটি বিচ্ছিন্ন বিষয় নয় বরং একটি সমন্বিত পরিবেশ যেখানে আছে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক বিষয়। এখানে শুধু মানুষের সুবিধার কথা চিন্তা করলে হবে না; বরং বনের জীব-জন্তু, আকাশের পাখি-পঙ্গপাল, বাতাসে উড়ে বেড়ানো মশা-মাছির মত প্রাণীকুল, ভূমির পোকা-মাকড় ও সরিসৃপ, নদী ও জলাভূমির মাছ, সমুদ্রের সকল জীবের কল্যাণের বিষয়ও ভাবতে হবে। ঈশ্বর তো এদেরও সৃষ্টি করেছেন, প্রকৃতিতে এদের একটি করে ভুমিকা দেওয়া আছে। বর্তমানে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সর্বাত্মক ব্যবহার এবং কার্বন নিষ্ক্রিয়তা অর্জনে জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার হ্রাস করা; জীববৈচিত্র্য রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন করা এবং সবার জন্য বিশুদ্ধ জলের নিশ্চয়তা প্রদান করা দরকার।

২. দীনদরিদ্রদের আর্তনাদে মনোযোগঃ দীনদরিদ্র, দুর্বল ও দুঃখকষ্টে জর্জরিত মানুষের আর্তনাদে আরও অধিক মনোযোগ দেয়ার সময় এখন। আমাদেরকে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় করতে হবে যে আমরা সকলে মিলে একটি মাত্র মানবপরিবার, অভিন্ন বসতবাটিতে সকলের সমান অধিকার রয়েছে (লা.সি. ৫২)। পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মানব জীবনকে মৃত্যুর ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা, আদিবাসী, অভিবাসী, মানবপাচারে স্বীকার মানুষ জন, দাসত্বের মাধ্যমে ঝুঁকিতে থাকা শিশুসহ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা এখনই সময়।

৩. পরিবেশগত অর্থনীতি চর্চাঃ একটি ভিন্ন ধরণের অর্থনীতির চর্চার মাধ্যমে বৈশ্বিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু করার সময় এখনই। এটি একটি আরও ন্যায়-সঙ্গত, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনীতি হতে হবে যা কাউকে পিছনে ফেলে রাখে না। এমন সংকটকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেতনা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে ‘পশ্চাতে রাখিছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।’ অর্থনীতি এক ধরণের সেবার মাধ্যম, আসিসির সাধু ফ্রান্সিস আমাদের শিখিয়েছেন। আমাদের ক্রেডিট ইউনিয়ন অর্থনীতি জনগণের সেবার এবং আমাদের অভিন্ন বসতবাটির যত্ন নেওয়ার একটি হাতিয়ার হতে পারে। বাণিজ্যিক কারণে স্বল্পোন্নত দেশে কঠিন বর্জ্য ও বিষাক্ত তরল পদার্থ রপ্তানি করে অন্যদিকে কাজকর্ম শেষ করে বিদায় নেওয়ার সময় পেছনে রেখে যায় মানবিক ও পরিবেশগত দায়বদ্ধতা- বেকারত্ব, পরিত্যক্ত শহর, বিধ্বস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, বিলুপ্ত বন ও ধূসর বনানী, কৃষির দৈন্যদশা, উন্মুক্ত গহ্বর, ক্ষতবিক্ষত পাহাড়-পর্বত, দূষিত নদ-নদী এবং হাতেগোনা কিছু সমাজকর্ম যা এখন আর টেকসই নয় (লা.সি. ৫১)। সুতরাং টেকসই উৎপাদন, ন্যায্য-বাণিজ্য, ন্যায়-সঙ্গত ভোগ, নীতিগত বিনিয়োগ ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানী এবং ধরিত্রী ও মানুষের জন্য ক্ষতিকারক যে কোনও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিহার করার এখনই সময়।

৪. সহজ-সরল জীবনযাপনই সমৃদ্ধ-জীবনঃ সহজ-সরল জীবনযাপনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ-জীবন গড়ার প্রত্যয় নিয়ে কিছু কিছু বিষয়ে সচেতনতা লাভ করা যায়। যেমনঃ **(ক)** পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা- নিজের দেহ থেকে শুরু করে পোশাক-আশাক, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, কর্মস্থল, সমাবেশস্থল, প্রভৃতির পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা; **(খ)** অপচয়রোধ- প্রয়োজন অতিরিক্ত খরচপাতি, জিনিসপত্র ও দ্রব্যসামগ্রীর অপব্যবহার, ভোজনবিলাস ও অতি ভোগের মানসিকতা বর্জন; **(গ)** দূষণমুক্ত পরিবেশ – শব্দ, বায়ূ ও জল – সকল প্রকার দূষণমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা; **(ঘ)** স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ- প্রকৃতিজাত, বিশুদ্ধ ও সুষম খাদ্য আহার ও পানীয় পান করা। সম্পদ ও শক্তির (পানি, বিদুৎ, গ্যাস, কাগজ-কালি) পরিমিত ব্যবহার, প্লাস্টিক ব্যবহার এড়ানো, বেশি বেশি শাক-সবজি বাগান করা ও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা এবং মাংস গ্রহণ কমানো, পরিমিত পরিবেশন ও পরিমিত ভোগ, দেশীপণ্য ব্যবহার, গণপরিবহন ব্যবহার করা

এবং পরিবহণের দূষণকারী কর্মক্রিয়া পরিত্যাগ করতে হবে।

৫. পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা: আমাদের অভিন্ন উৎপত্তি সম্বন্ধে, আমাদের পারস্পরিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে এবং সম্পদসমূহ সবার সাথে সহভাগিতা করার দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান ও সচেতনতা দরকার। এই মৌলিক সচেতনতা উপস্থিত থাকলে জীবন সম্পর্কে নতুন প্রত্যয়, মনোভাব ও অবস্থার অগ্রগতি সম্ভব হতো (লা. সি. ২০২)। পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষা বিস্তার করা সম্ভব স্কুলে, পরিবারে, যোগাযোগ মাধ্যমে, ধর্মশিক্ষাদানে ও অন্যত্র। পরিবেশগত সচেতনতা এবং কর্মকাণ্ড তৈরি লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিবেশগত চেতনায়নমূলক শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা দরকার এবং পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত চেতনা বিস্তারকে আহ্বান হিসেবে যুবক, শিক্ষক এবং নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করতে পারে যারা 'পরিবেশবান্ধব নাগরিকত্ব' গঠনে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে (লা. সি. ২১০)।

৬. পরিবেশগত আধ্যাত্মিকতা: সৃষ্ট পৃথিবীতে, প্রকৃতির প্রতি ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি খ্রিস্টভক্তদের বিশ্বাসের অপরিহার্য অংশ হিসেবেই উপলব্ধি করতে হবে (লা.সি. ৬৪)। আমাদের সকলেরই পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে মনপরিবর্তন অপরিহার্য; সৃষ্টির সাথে সুন্দর ও সুষম সম্পর্ক থাকাই সার্বিক ব্যক্তিগত মনপরিবর্তনের একটি দিক যা আমাদের ভুলভ্রান্তি, পাপ, অপরাধ ও ব্যর্থতা স্বীকার করা এবং সেখানে থাকে অকৃতিম অনুতাপ ও মনপরিবর্তনের সদিচ্ছা (লা. সি. ২১৭-১৮)। ঈশ্বরের সৃষ্টির একটি ধর্মীয় দর্শন পুনরুদ্ধার করে প্রকৃতির ধ্যানমগ্নতায় বিস্ময়বোধ, প্রশংসা, আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা অন্তরে অবিরত অনুভব করা দরকার। সৃষ্টি-কেন্দ্রিক উপাসনা উদ্‌যাপনকে উৎসাহিত করা দরকার এবং পরিবেশগত ধর্মশিক্ষা, প্রার্থনা, নির্জনধ্যান ও মানব গঠন কার্যক্রম আয়োজন করা যায়। অখণ্ড পরিবেশ সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সময় নিয়ে সৃষ্টিকে অবলোকন করা, আমাদের জীবনযাত্রা ও আদর্শ নিয়ে ধ্যান করা। সৃষ্টিকর্তা যিনি আমাদের অন্তরে বাস করেন ও সস্নেহে আগলে রাখেন সেই তাঁকে নিয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকা; যাঁর উপস্থিতি 'কোনক্রমেই উদ্ভাবন নয় বরং আবিষ্কার ও উন্মুক্ত করতে হবে (লা.সি. ২২৫)।

৭. অংশগ্রহণমূলক বহুমাত্রিক উদ্যোগ: সারা বিশ্বকে, বিশ্বনেতাদের সংকটকালে একযোগে এই ধরিত্রীকে বাঁচানোর চিন্তায় মনোযোগী হওয়াটা খুবই প্রাসঙ্গিক ভাবনা। পোপ মহোদয় বলেছেন- অভিন্ন বসতবাটিকে সংরক্ষণের জন্য জরুরি চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গোটা মানব-পরিবারকে একত্রিত করার চিন্তাভাবনা, যাতে টেকসই ও সম্পূরিত উন্নয়ন সাধিত হয়, কেননা আমরা জানি- পরিবর্তন সম্ভব (লা. সি. ১৩)। বিশ্বসৃষ্টির প্রভু আমাদের কখনও পরিত্যাগ করেন না। তিনি শূন্য থেকে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তিনি এখনও সবকিছুই করতে পারে না; তথাপি ঈশ্বর আমাদের সাথে কাজ করতে চান এবং আমাদের কাছ থেকে সহযোগিতা আশা করেন, ইতোমধ্যে যেটুকু ক্ষতি আমরা করে ফেলেছি, তিনি তার মধ্য থেকেও কল্যাণ বের করে আনতে পারেন *(লা.সি. ৮০)*। সমন্বিত পরিবেশ সংরক্ষণে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এক সাথে মিলেমিশে এখনও আমাদের অভিন্ন বসতবাটিটি নির্মাণ করা ক্ষমতা মানবজাতির আছে *(লা. সি. ১৩)*। সৃষ্টির যত্নের জন্য সমাজ, পাড়া, গ্রাম, ধর্মপল্লী, ডাইয়োসিস, স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামাজিক অংশগ্রহণ এবং অংশগ্রহণমূলক বহুমাত্রিক পদক্ষেপ জোড়ালো করতে হবে। নিজেস্ব ও প্রতিবেশী কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং পশু-পাখির সাথে তাদের প্রাণহীন পরিপার্শ্বের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সাথে শেকড়ের সন্ধান করা, পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত অ্যাড্‌ভাকাসি ও প্রচারণা বৃদ্ধি করা আব্যশক। শুধুমাত্র ভুঁড়ি-ভুঁড়ি তথ্য দিয়ে কৌতুহল নিবৃত্ত করা পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর উদ্দেশ নয় বরং আমাদের আবাসস্থল, পরিবেশ ও জীবন-জীবিকার যে অবনতি ঘটছে তা ব্যক্তিগতভাবে নিজের জন্য বেদনাদায়ক কষ্ট বলে অনুভব এবং আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত করণীয়সমূহ বাস্তবায়ন করতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিশপগণের উদ্ধৃতি দিয়ে পোপ মহোদয় বলেছেন- "মানুষ কর্তৃক ঈশ্বরের সৃষ্টির যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা পূরণ করতে হলে প্রত্যেকের মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করতে হবে। সৃষ্টির যত্ন নেবার জন্য আমরা সবাই যার যার নিজেস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা, আত্মনিয়োগ ও মেধা অনুসারে জড়িত হয়ে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হিসেবে সহযোগিতা করতে পারি" (লা. সি. ১৪)। ভাতিকানের 'মানব উন্নয়ন' নামক পুণ্য দপ্তর পোপ ফ্রান্সিসের এই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে আগামী ৭ বছর ধরে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করবে। আসুন, একসাথে, একত্রে আমাদের আবাসস্থল, পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাসমূহ অবিরত চালিয়ে যাই; **'আমরা সবুজ, আমরা সুন্দর'** থাকি। ॥

ঘরবন্দির গান

গৌরব জি পাথাং

মহামারী করোনায় ঘরবন্দি জীবন
বুঝিয়ে দিল কেবা পর কেবা আপন।
আপন হয়ে যায় দুর্দিনে পর
ভুলেও নেয় না তারা কোন খবর
পরই হয়ে উঠে আপনজন।
যন্ত্রের মত ছিল মানব জীবন
সময় ছিল না হাতে খোশগল্পের
কাজের ব্যস্ততায় হারিয়েছিল সুখ
ভালবাসা ছিল শুধু ক্ষণিক-অল্পের
এবার গড়ে তোল প্রেম-বন্ধন।
যেওনাকো বাহিরে নিজ ঘর ছেড়ে
তোমার ঘর তোমার চির আশ্রয়
উজ্জ্বল আলোর রঙিন মার্কেট
হোটেল শপিং মল কোনটাই নয়
পরিবারই তোমারই শান্তিনিকেতন। ॥

আমি পবিত্র আত্মায় ...
১২ পৃষ্ঠার পর

উপসংহার

পবিত্র আত্মা আমাদের উপাসনায়, জীবনে বিশ্বাসে স্থান পেয়েছে। 'আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি'- এই মূলমন্ত্রে পৌঁছতে অনেক যুগ ও সময় লেগেছে। বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ মণ্ডলীতে অনুপ্রবেশ করেছিল। তা প্রতিহত করতে বহু মহাসভাও হয়েছে। নিসিয়া ও কন্‌ষ্টান্টিনোপল মহাসভা এরিও ধর্মমত ও মেসোডিয়ামের অভিমতের বিরুদ্ধে গিয়ে পবিত্র আত্মার বিষয়ে মণ্ডলীর বিশ্বাস এই ভাবে ঘোষণা করছে : "প্রভু ও জীবনদাতা পবিত্র আত্মায় আমি বিশ্বাস করি। পিতা ও পুত্র থেকে উদ্‌গত *হয়ে তিনি পিতা ও পুত্রের সমতুল্য আরাধনা ও স্তুতির ভাজন। প্রবক্তাদের দ্বারা তিনি বাণী প্রচার করেছেন*"।

প্রার্থনা :

Come, Holy Spirit, come!
Come as fire to warm us.
Come as wind to cleanse us.
Come as light to guide us.
Come as power to enable us.
Come, Holy Spirit, come!
Help us renew the face of the earth. Fill me with your Holy Spirit and set my heart burning ablaze with the fire of your love that I may serve you in joy and freedom." ॥

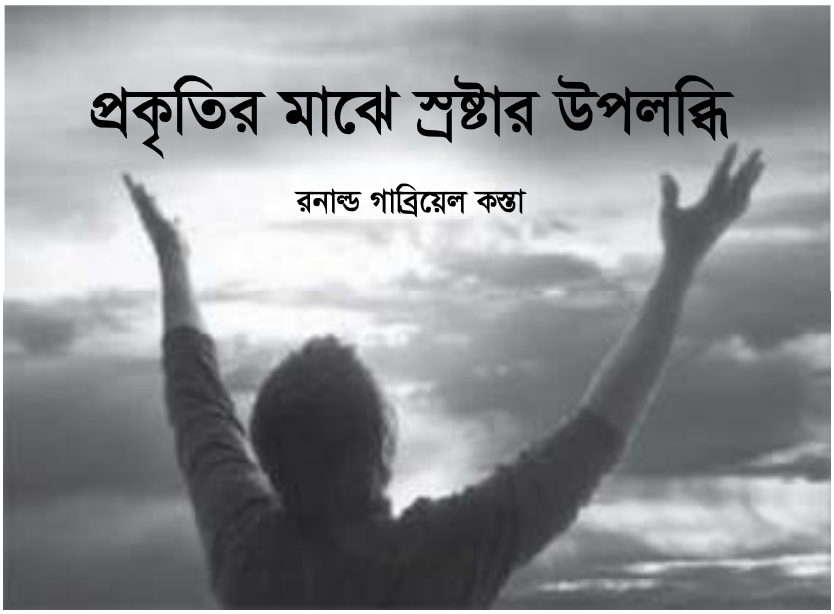

প্রকৃতির মাঝে স্রষ্টার উপলব্ধি

রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

প্রকৃতি হল স্রষ্টার দান। এই প্রকৃতিকে স্রষ্টা তার মনের মাধুরী দিয়ে সাজিয়েছেন। প্রকৃতির দিকে তাকালে মনে হয় যেন কোন চিত্রকর সুন্দর করে চিত্র অঙ্কন করে রেখেছেন। এই চিত্রকর হলেন স্রষ্টা। দেহ-মন- ও আত্মা নিয়ে মানুষ। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে। তাই মানুষ ভাল-মন্দ বুঝতে পারে, বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে। তাই মানুষের কাছে প্রকৃতি এত সুন্দর, প্রকৃতির মাঝে স্রষ্টা আছেন সে উপলব্ধি মানুষ করতে পারে। যুগের পর যুগ চলে যাচ্ছে, প্রকৃতিসহ সবকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু স্রষ্টা একই আছেন। এই স্রষ্টাকে আমাদের তার কাজের মধ্যে উপলব্ধি করতে হয়। প্রকৃতির যত্নে আরও উদ্যমী হতে হয়।

প্রকৃতির এই গাছ পালা, নদ-নদী, বাতাস, সাগর, প্রাণী সবকিছু স্রষ্টারই দান। প্রকৃতি একটি চক্রাকারে ঘুরছে। যখন সে তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তখন সে প্রতিশোধ নেয়। মানুষ মানুষকে ক্ষমা করে কিন্তু প্রকৃতি মানুষকে ক্ষমা করে না। প্রকৃতির কারণেই মানুষ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারছে। প্রকৃতির কারণেই মানুষ তাঁর প্রয়োজনের সবকিছু পাচ্ছে। তাই ছোট থেকে বয়োজৈষ্ঠ পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে প্রকৃতির যত্নের ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি। পূণ্যপিতা পোপ মহোদয় তার পালকীয় পত্র "Laudato Si" এই পত্রে প্রকৃতির যত্নে আমাদের করণীয় কি তা উল্লেখ করেছেন। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই প্রকৃতির যত্নে সুন্দর ভূমিকা পালন করা দরকার।

বর্তমান পৃথিবীতে মহামারী, রোগ শোক এগুলো আমাদের প্রকৃতির অপব্যবহারের কারণে সৃষ্ট হয়েছে। এগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হল প্রকৃতির যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ। আমরা যদি প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল হই, প্রকৃতিও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। প্রকৃতিকে নিয়েই আমাদের জীবন। প্রকৃতিকে মানুষ হাতের বশ করে রাখতে চায়। প্রকৃতিকে মানুষ ধ্বংস করে উন্নতি করতে চায়, ধনী আরও ধনী হতে চায়। জমি,জমা, গাড়ি বাড়ী সব কিছুই প্রকৃতি থেকে আসে। যদি আমরা চিন্তা করি এগুলো কিভাবে এসেছে তাহলে যত কথাই বলি না কেন দেখা যাবে এর পেছনে একজন আছেন, যিনি আছেন তিনিই হলেন স্রষ্টা।

এই ধরিত্রীর এত সুন্দর রূপ, গন্ধ সবই স্রষ্টার সৃষ্টি। প্রকৃতিতে যে সকল প্রাণী রয়েছে তাদের প্রাণও সৃষ্টিকর্তাই দিয়েছেন। মানুষ শুধুমাত্র ঈশ্বরের সৃষ্টিকাজে অংশগ্রহণ করেন। সৃষ্টির কাজটি করেন স্রষ্টা নিজেই। প্রজাপ্রতি এত সুন্দর রূপ নিয়ে আকাশের বুকে উড়ে বেড়ায়, প্রকৃতির গাছ পালা, সমুদ্র, পাহাড় পর্বত এত অপরূপ যা মানুষ অবলোকন করতে দূর-দূরান্তে ছুটে যায় এইগুলো সবই সৃষ্টিকর্তা অপরূপ করে সৃষ্টি করেছেন। যখন এই প্রকৃতির দিকে ভাল করে দৃষ্টি দেই তখন এই প্রকৃতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যার কর্ম এত সুন্দর তিনি আরও কতই না সুন্দর! এই সৃষ্টিকর্ম দেখে আমরা স্রষ্টাকে উপলব্ধি করতে পারি। প্রকৃতির মাঝে স্রষ্টাকে দেখতে পারি। অনেক মানুষ আছে চোখের সামনে অনেক কিছু ঘটলেও কিছুই বুঝতে পারেন না। আবার অনেকে কোন কিছু ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝতে পারেন। ঘটনার মধ্যে স্রষ্টার হাত রয়েছে। পৃথিবীর সবকিছু একটা নির্দিষ্ট বলয়ের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হচ্ছে। এই আবর্তনের ব্যত্যয় ঘটলে প্রকৃতি প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠে। প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সে আবার তার আবর্তনের মধ্যে ফিরে আসে। এটাই হল প্রকৃতির নিয়ম।

যারা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও চিত্রকর তারা স্রষ্টাকে প্রকৃতিতে উপলব্ধি করেছেন এবং তাই স্রষ্টাকে কেন্দ্র করে চিত্র, কবিতা ও গান রচনা করেছেন। আমরাও যত বেশি প্রকৃতির মাঝে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করতে পারব, তত বেশি প্রকৃতির প্রতি আমরা যত্নশীল হব। সেই সাথে আমাদের সত্তায় তাকে উপলব্ধি করতে পারব। প্রকৃতিতে স্রষ্টার উপলব্ধি যত বেশি করব তত বেশি আমরা প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব।

পৃথিবীতে এক দল মানুষ আছেন যারা প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞে মেতেছেন। তারা উন্নতির নামে প্রকৃতিকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করছেন। মানুষ সুন্দর আসবাবপত্র চায় কিন্তু গাছ রোপন করতে চায় না, মানুষ ভাল শাক সবজি ফলমূল চায় কিন্তু নিজে কোন কিছু করে না। তাহলে পাবে কোথায়। প্রকৃতি আমাদের মা। মা যেমন আমাদের লালন করে ঠিক তেমনিভাবে প্রকৃতিও আমাদের লালন পালন করছে। সবকিছু দিচ্ছে তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত মাকে যত্ন নেওয়া। এই করোনা মহামারীতে সবাই কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু এর জন্য আমরাই দায়ী। আমরা নিজেরাই আমাদের বিপদ ডেকে আনি। স্রষ্টার প্রতি যদি আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ থাকে তাহলে আমরা প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করব। এর পরিবর্তে প্রকৃতির যত্ন নিব এবং অন্যকে যত্ন নিতে উৎসাহিত করব।

এই করোনার সময় মানুষ অনেকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। অনেক টাকা খরচ করছে। একজন মহিলা যার বয়স প্রায় ৯০ বছর। তিনি কোভিড ১৯ এ আক্রান্ত। তার শ্বাস-প্রশ্বাসে জটিলতা দেখা দেওয়াতে তাকে অক্সিজেন নিতে হয়েছে। মাত্র কয়েকদিন অক্সিজেন গ্রহণ করাতে তাকে ৫০০০ পাউন্ড গুনতে হয়েছে। যখন সে বিল পরিশোধ করতে যাবে তখন সে কান্না করছে। এতে ডাক্তার ভাবল মনে হয় অনেক টাকা হয়েছে মহিলাটি হয়তো অনেক গরীব তাই এতগুলো টাকা দিতে কষ্ট হচ্ছে তাই কান্না করছে। ডাক্তার মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলো আপনি কান্না করছেন কেন? এতগুলো টাকা দিতে হচ্ছে তাই? মহিলাটি বলল, না। আমার বয়স ৯০ বছর আমি মাত্র কয়েক দিন অক্সিজেন ব্যবহার করেছি তাই এতগুলো টাকা দিতে হচ্ছে। অথচ স্রষ্টা আমাকে এত বছর অক্সিজেন দিয়েছেন তাকে তো আমি কিছুই দেই নি। ধন্যবাদও জানাইনি তাই আমি কান্না করছি। আমাদের জীবনেও অনেক সময় এ রকম ঘটে। স্রষ্টার কথা আমরা ভুলে যাই। তিনি আমাদের প্রতিনিয়ত যা প্রয়োজন তা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি দিচ্ছেন সাথে সাথে এই আশাও করছেন আমরা এর যত্ন নিবো। প্রকৃতিকে আরও বাসযোগ্য করে গড়ে তুলবো।

প্রকৃতি স্রষ্টার অমূল্য দান। তিনি এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন আমরা যেন এর যত্ন করি, ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করি। যিনি সৃষ্টিকর্তা তাকে তার সৃষ্টির মধ্যে আবিষ্কার করি। প্রকৃতি আমাদের মা, মা যেমন সন্তানকে লালন করেন প্রকৃতিও আমাদের তেমনভাবে লালন করছেন। তাই স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হয়। আমরা যদি আমাদের চক্ষু খোলা রাখি তাহলে দেখতে পারব প্রকৃতি বিভিন্নভাবে ধ্বংস হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে। এই প্রকৃতিকে বাসযোগ্য করতে হলে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে, সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করতে হবে।॥

কোভিড -১৯ সংক্রমণের বৈশ্বিক মহামারি কালে বিশ্ব নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

("ইউনাইডেট ফোরাম অব চার্চ, বাংলাদেশে"(ইউএফসিবি) কর্তৃক আয়োজিত ১৭ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ভার্চুয়াল প্রার্থনা-অনুষ্ঠানে প্রদত্ত মূলবক্তব্যটি এখানে উপস্থাপন করা হল।)

ভূমিকা : পবিত্র শাস্ত্র থেকে ঈশ্বরের বাণী আমরা শুনলাম: প্রথমত আজকের প্রার্থনা-সভার মূলভাব শুনেছি দ্বিতীয় বংশাবলি ৭:১৪ পদ থেকে। আর দ্বিতীয় শাস্ত্রপাঠটি শুনেছি মার্ক রচিত সুসমাচার ৪:৩৫-৪১ পদ থেকে।

আজকের প্রার্থনার **মূলভাব:** বিশ্ব নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা। এই বিষয়ে বাণী প্রচার করতে গিয়ে আমি: **প্রথমেই** এই দুটো পাঠের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে দু'টো কথা বলব। **দ্বিতীয়ত:** ঐশবাণীর প্রসঙ্গে বর্তমান বৈশ্বিক মহামারির অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। **তৃতীয়ত:** বর্তমান অবস্থার উপর যিশুর বাণীর আলোকে ধ্যান এবং **শেষে :** ধ্যানের আলোকে বিশ্বের জন্য নিরাময় প্রার্থনা নিবেদন এবং একটি সামসঙ্গীতের মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাস নিবেদন করবো।

ক) বংশাবলি দ্বিতীয় গ্রন্থ : ৭:১৩-১৪: রাজা শলোমনের প্রার্থনা ও ঈশ্বরের উত্তর

"সদাপ্রভু রাত্রিতে (অন্ধকারে) শলোমনকে দর্শন দিয়া কহিলেন, "আমি তোমার প্রার্থনা শুনিয়াছি... আমি যদি আকাশ রুদ্ধ করি, আর বৃষ্টি না হয়, কিংবা দেশ বিনষ্ট করিতে পঙ্গপালদিগকে আজ্ঞা করি, অথবা আপন প্রজাদের মধ্যে মহামারি প্রেরণ করি" (১৩), তখন "আমার প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব" (১৪)।

এই পদে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে: কেন রাতের অন্ধকারে ঈশ্বর কথা বলছেন? এই রাতের অন্ধকার কী? এই অন্ধকার কে সৃষ্টি করেছে? উত্তরে, মানুষেরই পাপ এই অন্ধকার সৃষ্টি করেছে। মানুষই দায়ী। অপরদিকে ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি তার আপন জাতিকে শাস্তি দেন না, তাদেরকে দণ্ডিত করেন না। ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা খুবই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে আমাদের আজকের প্রার্থনার মূলবাণীতে যা উল্লেখ করা হয়েছে ১৪ পদে।

খ) মার্ক ৪:৩৫-৪১

মার্ক লিখিত সুসমাচারের অংশটা শুরু হয় এই কথা দিয়ে: "সন্ধ্যা যখন নেমে আসল" (৩৫); অর্থাৎ যখন অন্ধকার নেমে আসল তখন যিশু শিষ্যদের বললেন, "চল, আমরা ওপারে যাই"। বিগত চৌদ্দ মাস ধরে আমরা উপলব্ধি করেছি যে, বিশ্বে অন্ধকার নেমে এসেছে। প্রথম দিকে সন্ধ্যা, অন্ধকার, নিস্তব্ধতা, আতঙ্ক যেভাবে অনুভূত হয়েছিল, ঠিক ততো প্রবল ভাবেএখন হয়তো উপলব্ধি হয় না। তথাপি সেই অন্ধকারের ব্যাপকতা, গভীরতা ও ভয়াবহতা আরও বেশী, যদিও বাস্তবতা অস্বীকার করার খুবই তোড়জোড় একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে মানুষের মধ্যে।

অন্ধকারের ব্যাপকতা ও গভীরতা শুধু কোভিড-১৯ সংক্রমণের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং সেই অন্ধকার প্রকাশ পাচ্ছে নানা ভাবে, যেমন: প্রতিনিয়ত ঘটছে প্রকৃতি ও পরিবেশের বিপর্যয়, জলবায়ুর পরিবর্তন, জীববৈচিত্রের অবলুপ্তি, জল-বায়ু-শব্দ-মাটির অত্যাধিক দূষণ, পানি ও খাদ্যদ্রব্যের নিরাপত্তাহীনতা, ফেলে-দেওয়ার কৃষ্টি, বর্জ্য দ্বারা আবর্জনার স্তুপ সৃষ্টি; জিনিসপত্রের অপব্যবহার ও অপচয়; বিশ্বব্যাপী রয়েছে অসমতা: ধনী এবং গরিব দেশ ও শ্রেণীর মধ্যে বিরাট ব্যবধান, শহর ও গ্রামের মধ্যে অসমতা, জাতিগোষ্ঠির মধ্যে বৈষম্য, অসম বন্টন, অসম স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা; তথ্যের বিভ্রান্তি, মাত্রারিক্ত ভোগবিলাস আবার চরম দারিদ্র; প্রকৃতিজাত, সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব; রোগ-পীড়া, মহামারির প্রাদুর্ভাব ও তার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া; পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণী জাতির বিলোপন; অভিবাসন, বাস্তুহারা ও শরণার্থীদের সংখ্যাধিক্য, ইত্যাদি।

করোনা মহামারির ফলে আরও দেখা যায়: কর্মসংস্থানের সংকট, দীন-দরিদ্র মানুষের দূরাবস্থা; শিক্ষা-ব্যবস্থার নাজুক পরিস্থিতি ও তার সুদূরপ্রসারী ক্ষতি সাধন; ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ও ব্যবসা, ভ্যাকসিন নিয়ে কুটনীতি, রাজনীতি ও বানিজ্য; কোভিড-এর বিভিন্ন ধরণ ও আক্রমণ এখনও সচল, সরকারের বিধি-নিষেধের প্রতি জনগণের অসচেতনতা; স্বাস্থ্যবিধি মান্য না করা; আবার ইদানিং দেখা যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ, ইত্যাদি।

কোভিড মহামারিতে উদ্ভূত অবস্থা, রোমীয়দের নিকট সাধু পলের কথা দিয়ে বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে পারি: "বিশ্বসৃষ্টি ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষায় রয়েছে, ঈশ্বর কবে তাঁর সন্তানদের সেই মহিমার অলৌকিক প্রকাশ ঘটাবেন। -- বিশ্বসৃষ্টিকে ব্যর্থতার বন্ধনে বেঁধে রাখা হয়েছে -- তবুও বিশ্বসৃষ্টির এই আশা রয়েছে যে, সে-ও একদিন অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে -- সমস্ত সৃষ্টি আজও পর্যন্ত যেন প্রসব-বেদনায় গুমড়ে মরছে।" *(রোমীয় ৮:১৮-২৩)*।

মার্ক লিখিত সুসমাচার থেকে যে বাণীটি নেওয়া হল, সেই আলোকে বলা যেতে পারে যে, শিষ্যদের মতো গোটা বিশ্ব অনেকটা ভীত ও সন্ত্রস্ত; অপ্রত্যাশিত ভাবে বিশ্ব ভয়াবহ ঝড়োবাতাসে পড়ে গেছে। গোটা বিশ্ব ও আমরা সবাই একই নৌকোতে আছি; আমরা দুর্বল ও দিশেহারা; আবার আমাদের সবাইকেই ভাবতে হয় যে, পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে, একসঙ্গেই সবাইকে বৈঠা বাইতে হবে, ভাঙ্গা তরী নিয়ে অকূল দরিয়া পাড়ি দিতে হবে।

শিষ্যেরা সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে বলছে: "গুরু, আমরা মরতে বসেছি"। আমরা একা নই। কোন কিছু করতে হলে আমাদের একসঙ্গে করতে হবে।

সুসমাচারের গল্পের মধ্যে আমাদের নিজেদেরকে চিনতে তেমন অসুবিধা হয় না। তবে যিশুর আচরণ বুঝা খুবই কঠিন। যিশুও শিষ্যদের সাথে একই নৌকাতে আছেন। শিষ্যেরা কতো উদ্বিগ্ন ও ভয়-শঙ্কিত, অথচ যিশু কী করছেন? ঘুমোচ্ছেন! মঙ্গলসমাচারের মধ্যে শুধু এখানেই আমরা দেখছি, যিশু ঘুমোচ্ছেন। যিশু তাঁর পিতার ওপর আস্থা রেখে ঘুমোচ্ছেন। ঘুম থেকে উঠেই যিশু ঝড়-বাতাস থামালেন। আর তখনই যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন: "তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? তোমাদের কি বিশ্বাস নেই?"

মঙ্গলসমাচারের এই ঘটনার গভীরতা নিয়ে আমাদেরকে ধ্যান করতে হয়:

একদিকে দেখি স্বর্গস্থ পিতার প্রতি যিশুর আস্থা; অন্যদিকে শিষ্যদের মধ্যে বিশ্বাসের ঘাটতি। কিন্তু শিষ্যেরা তো যিশুকে বিশ্বাস করছে; যখন মরতে বসেছে তখনই তো তারা যিশুর কাছে প্রার্থনা করল। কিন্তু তাদের প্রার্থনা কোন ধরণের ছিল? "আমরা মরতে বসেছি, এতে আপনার কি কোন চিন্তা নেই?" শিষ্যেরা মনে করছে যে, যিশু তাদের কথা ভাবছেন না, তাদের রক্ষা করছেন না, তাদের কান্না শুনছেন না।

এই করোনা মহামারির সময় কতো মানুষের আর্তনাদ: "তুমি আমার কথা ভাবছ না কেন?" খুবই হৃদয়-বিদারক এই উক্তি। যিশু শুনলে তার হৃদয়ও গলে যেত। যিশু তো শিষ্যদের প্রার্থনা শুনলেন, আর তৎক্ষণাৎ ঝড় থামিয়ে দিলেন। বিশ্বে করোনা ভাইরাসের ঝড় ও তাণ্ডব উদ্‌ঘাটন করে দিচ্ছে মানুষের যতো মিথ্যা নিরাপত্তা, চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা, জীবনের

অভ্যাস ও অগ্রাধিকার। উন্মুক্ত করে দিচ্ছে মানুষের সকল মিথ্যা, ঝুঁকিপূর্ণ ও তথাকথিত "সুরক্ষা"। বিরোধী শক্তিকে প্রতিরোধ করার অ্যান্টিবডি মানুষের মধ্যে যেন নেই। আর সেই অ্যান্টিবডি হচ্ছে: "আমরা সকলে ভাই বোন", আমরা সবাই একটি পরিবারের সদস্য।

এই অ্যান্টিবডি সৃষ্টির জন্য, আমার মনে হয়, বিশ্বকে এক ধরণের ভ্যাকসিন নিতে হবে। ভ্যাকসিনের দু'টি ডোজ একই সঙ্গে নিতে হবে: প্রথমটি হচ্ছে **বিশ্বাসবোধ** আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে **মানবতাবোধ**। বিশ্বাসবোধ হচ্ছে সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করা, যিনি এক, সবার ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান, যিনি দয়াময়, জীবনময়, শান্তিময় ও প্রেমময় ঈশ্বর। আর মানবতাবোধ হচ্ছে: আমরা সকলে ভাইবোন, থাকবে আমাদের মানব-ভ্রাতৃত্ব; জীবন রক্ষা – ধ্বংস নয়; শান্তি – যুদ্ধ নয়; ভালবাসা – ঘৃণা নয়।

যিশুর প্রশ্ন: "তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? তোমাদের কি বিশ্বাস নেই?"

প্রভু যিশু, তোমার এই কথা আমাদেরকে স্পর্শ করছে, নিজেদের দিকে তাকাতে আমাদের সবাইকে সাহায্য করছে।

এই জগত, যা তুমি আমাদের চাইতে বেশী ভালবাস, সেই জগতকে তছনছ করে আমরা নষ্ট করে দিচ্ছি, একাজে আমরা দ্রুতগতিতে দৌড়াচ্ছি; ভাবছি, আমরা খুবই ক্ষমতাবান, যা-ইচ্ছে আমরা তাই করতে পারি।

মুনাফা লাভের লিপ্সার কারণে বিশ্বে আমরা বারবার অনেক কিছুতে ধরা খাচ্ছি এবং তাৎক্ষণিক ভোগ-বিলাসে মত্ত আছি।

প্রভু যিশু, তোমার তিরস্কার ধ্বনি বারংবার শুনেও আমরা একটু থামিনি, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ও সকল অন্যায় দেখেও আমাদের হৃদয় কম্পিত হয় নি; দীন-মানুষ ও অসুস্থ পৃথিবীর আর্তনাদ আমাদের কানে এখনো পৌঁছায়নি।

বিবেচনা না করে পথ চলেছি, ভেবেছি সুস্থ থাকব আমরা এই অসুস্থ পৃথিবীতে।

আর এখন সমুদ্রের ঝড়ে পড়ে চিৎকার করে আবেদন জানাচ্ছি: "জেগে ওঠ প্রভু, আমরা যে মরতে বসেছি"।

প্রভু, তুমি আমাদেরকে ডাকছো, বিশ্বাসে জাগ্রত হতে ডাকছো। তোমার অস্তিত্বে বিশ্বাস করার জন্য নয়; বরং তুমি ডাকছো তোমার কাছে আসতে, তোমার ওপর আস্থা নিবেদন করতে। মহামারির ফলে মানুষ যখন বিপর্যস্ত ও বন্ধী অবস্থায় জীবন যাপন করছে, তখন মানুষ তার মানবিক জীবনের মূলে ও বিশ্বাসের গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছে; করোনা দুর্যোগের সময় ঈশ্বরের করুণার উপর, তাঁর দয়া ও ভালবাসার ওপর মানুষ ভরসা করতে শিখছে। অনেক ধর্মনিষ্ঠ খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ঘরে যিশু আবার যেন স্থান ফিরে পাচ্ছেন। অনেক ঘর যেন হয়ে উঠছে: ঐশ-উপাসনালয়, খ্রিস্ট-সাধনালয় ও মানব-সেবালয়।

আমাদের মাঝে কতো মানুষ যাত্রাসঙ্গী হয়ে আছে যারা, যদিও ভীতু, তথাপি নিজের জীবন অন্যের জন্য দান করছে: স্মরণ করি ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, মৃতসৎকার কাজে, শ্মশানে ও দাফনকারি কর্মীবৃন্দ; পরিবহনকর্মী, দোকানদারী, নিয়ম-শৃঙ্খলাবাহিনী, প্রশাসনকর্মী, স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদল, ধর্মীয় সেবক-সেবিকাবৃন্দ, আরও কতো অজানা মানুষ, যারা নীরবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সেবা করে যাচ্ছে। তাছাড়া আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি নেতৃবৃন্দ যারা, সামগ্রিকভাবে জীবন-রক্ষা ও জীবিকা-নির্বাহে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তাদেরকে ঈশ্বরের হাতে রাখি আমাদের প্রার্থনায়।

শত দুঃখকষ্ট ও সীমাবদ্ধতার মাঝে যারা খাঁটি উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করছেন এবং নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের জন্য আমরা উপলব্ধি করি যিশুর সেই উচ্চারিত যাজকীয় প্রার্থনা: "তারা যেন এক হয়"।

প্রত্যহ কতো মানুষ, ধৈর্য সহকারে, আতঙ্কের বীজ বপন না ক'রে সহ-দায়িত্বশীল হয়ে মানুষের মধ্যে আশা সঞ্চার করে যাচ্ছে। কতো বাবা-মা ও শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে যাচ্ছে যেন তারা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে এবং প্রার্থনায় তারা ঊর্ধ্বপানে তাকাতে পারে। কতো মানুষ অন্যের জন্য প্রার্থনা করছে, সবার জন্য আবেদন জানাচ্ছে। প্রার্থনা ও বিনম্র সেবাই হচ্ছে বর্তমান মহামারির ওপর বিজয়লাভের কার্যকরী অস্ত্র।

বিশ্বাস তখনই শুরু হয় যখন অনুভব করি যে, আমাদের উদ্ধার ও পরিত্রাণ প্রয়োজন। আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নই, আমরা ডুবে যাই, ধ্রুবতারার মতো প্রভুর দিকে তাকিয়ে ও এবং তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করে পথ চলা যে একান্ত প্রয়োজন। এসো আমাদের জীবন-নৌকায় চড়তে প্রভু যিশুকে আহ্বান করি। আমাদের সকল ভয়-ভীতি তাঁর হাতে সমর্পণ করি, যেন তিনিই জয় করতে পারেন। শিষ্যদের মতো আমরাও যেন উপলব্ধি করি যে, যিশুকে নৌকোতে স্থান দিলে, আমাদের নৌকোডুবি হবে না।

ঈশ্বরের বড়ো শক্তি হল, জীবনের সকল মন্দতা থেকে তিনি আমাদেরকে ভালোর দিকে নিয়ে যান। ঝড়-বাতাসের তরঙ্গ-সঙ্কুল অবস্থায় তিনি নিয়ে আসেন প্রশান্তি, কেননা ঈশ্বরের কাছে জীবনের কখনো মৃত্যু হয় না।

গ) প্রার্থনা ও সামসঙ্গীত ৯১:

সাধু পলের নির্দেশনা স্মরণ করি: "প্রার্থনা কর, অনবরত প্রার্থনা কর"। প্রার্থনায় ঈশ্বরের অলৌকিক কাজ সাধিত হয়। করোনা ভাইরাসের দুর্যোগে অসংখ্য অলৌকিক কাজ আমরা দেখেছি। প্রার্থনা শক্তিশালী ও কার্যকর। প্রার্থনা সরাসরি ঈশ্বরের হৃদয় স্পর্শ করে। তাই তিনি আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন। এসো ভাইবোনেরা, বিশ্বাস ভরে আমরা প্রার্থনা করি। মনে রাখি যে, মানুষের দুরাবস্থা বা বিশ্বের মন্দতা যতো উপলব্ধি হয়, ততোই ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার জন্য আমরা আরও প্রার্থনা করতে পারি, তাঁর করুণা ও দয়া যাচ্না করতে পারি।

প্রভুর নির্দেশ: "ভয় করো না", "তোমাদের বিশ্বাস আছে না?"; এই নির্দেশের প্রতি ভরসা করে সামসঙ্গীত ৯১ থেকে কয়েকটি পংক্তি নিয়ে আমরা আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা নিবেদন করি:

বল তুমি, বলে প্রভুকে, আশ্রয় আমার তুমি,
দুর্গই আমার: ঈশ্বর আমার তুমি, তোমাতেই রেখেছি ভরসা। (২)

ভয় করবে না তুমি, নিশীথ রাত্রির বিভিষীকা,
কিংবা স্পষ্ট দিবালোকে দ্রুতগতি তীর। (৫)

ভয় করবে না তুমি মড়কের আনাগোনা গোপন আঁধারে, রোগের প্রলয়-লীলা খর দ্বিপ্রহরে। (৬)

তুমি তো প্রভুরই নিয়েছো আশ্রয়; পরাৎপরেরই তুমি নিয়েছ শরণ। (৯)

তোমাকে কখনো ছুতে পারবে না কোন অমঙ্গল;
তোমার দুয়ার প্রান্তে আসবে না কোন দুর্বিপাক। (১০)

পরমেশ্বর বলছেন: সে আমায় আঁকড়ে ধরেছে ভক্তি-অনুরাগে; তাই তো সঙ্কট থেকে শেষে তাকে মুক্তি দেব আমি।

সে আমায় মনে-প্রাণে মেনেছে বলেই তাকে
রক্ষা করব আমি। (১৪)

সে আমাকে ডাকলেই সাড়া দেব আমি; বিপদে
দাঁড়াব তার পাশে; মুক্তি দেব তাকে,
দেব তাকে মহান গৌরব।" (১৫)

পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার জয় হোক। আদিতে যেমন হইত, এখনও যেমন হইতেছে এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন

সমাপনী আশীর্বাণী : পিতা পরমেশ্বর, যিনি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ও করুণাময় প্রভু, যিনি এক, যিনি সর্বসৃষ্টির অধিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা, যিনি সর্ববিধায়ক ও সকলের পিতা, যিনি জীবনময়, শান্তিময়, দয়াময় ও প্রেমময়, তিনি তাঁর পিতৃভালবাসায় সবাইকে প্রতিপালন করুন ও তোমাদের ও মানব-পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

পিতার একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট, যিনি মানবদেহ ধারণ করেছেন, যিনি ইম্মানুয়েল, যিনি ঐশরাজ্য ও তার রহস্য ঘোষণা করেছেন, যিনি প্রেম ও ক্ষমাশীল, যিনি আরোগ্য ও নিরাময়দাতা, যিনি মুক্তি ও পরিত্রাতা, যিনি জীবিত ও মহিমান্বিত প্রভু, তিনি তাঁর পরিত্রাণদায়ী শক্তি দ্বারা তোমাদের ও বিশ্বজগতকে আশীর্বাদ করুন।

পিতা ও পুত্রের দ্বারা প্রেরিত পবিত্র আত্মা, যিনি সহায়ক ও প্রাণদাতা, যিনি সকলকে প্রেমের বন্ধনে এক করে রাখেন, যিনি আত্মিক শক্তি, যার শক্তিতে আমরা ঈশ্বরকে পিতা ও যিশুকে প্রভু বলে ডাকতে পারি এবং একে অন্যেকে ভাই-বোন বলে গণ্য করতে পারি, যিনি সবকিছু নবীকৃত ও সঞ্জিবীত করেন, তিনি তোমাদের ও বিশ্বজগতকে আশীর্বাদ করুন।

পিতা পরশ্বরের প্রেম, প্রভু যিশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ ও পবিত্র আত্মার একাত্মতা তোমাদের ও বিশ্বজগতের উপর বর্ষিত হয়ে নিত্য বিরাজ করুক।

-আমেন ॥ ৯০

আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যিশুকে বিশ্বাস করি, গ্রহণ করি ও তাঁর শিক্ষা অনুসারে জীবন-যাপন করি। পঞ্চাশত্তমী পার্বণে আমাদের অনুধ্যানের বিষয় হলো কিভাবে পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণিত হয়ে, আত্মার আলোকে আলোকিত হয়ে, আত্মায় পরিচালিত হয়ে নতুন মানুষ হয়ে উঠতে পারি। পবিত্র আত্মার পুণ্য জ্যোতিতে প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসী উদ্দীপিত হয়ে থাকে। পবিত্র আত্মা স্পেকিউলেশন কল্পনাভিত্তিক অনুধ্যান নয়। পিতা পুত্রের ন্যায় পবিত্র আত্মাও স্বয়ং ঈশ্বর। এই পরম সত্যকে বিশ্বাস করতে হবে যে পবিত্র আত্মার প্রভাবে যিশু মারীয়ার গর্ভে মানুষ হলেন, সেই একই পবিত্র আত্মার শক্তিতে রুটি ও দ্রাক্ষারস যিশুর শরীর রক্তে পরিণত হয়।

" তাদের সকলেরই সারা অন্তর জুড়ে তখন বিরাজিত হলেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা।" (শিষ্য ২:৪) (They were all filled with the Holy Spirit!" Act 2: 4)

পবিত্র আত্মার কোন দানটি আমার জীবনে খুবই প্রয়োজন ? (What gifts of the Holy Spirit am I most need of today?) পবিত্র আত্মা কিভাবে আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেন? পবিত্র আত্মার দান আমাদের জীবনে বিরাজিত তা কিভাবে আমরা অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারি ? (How have you / do you experience in your own life the gift and power of the Holy Spirit?)

বাইবেলে পবিত্র আত্মার পরিচয় ও ধারনা

সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বরের আত্মা জলরাশির উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন *(আদি ১:২)*। দাউদকে শামূয়েল অভিষেক করলেন আর সেই দিন হতে প্রভুর আত্মা দাউদের উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়ল। (১ সামু ১৬: ১৩)। প্রভুর আত্মা-প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, সুবিবেচনা ও প্রভু ভয়ের আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠান করবে *(ইসাইয়া ১১:২)*।

মারীয়া গর্ভবর্তী পবিত্র আত্মার প্রভাবেই। *(মথি ১:১৮)*। মহাদূত গাব্রিয়েল মারীয়াকে আশ্বস্ত করে বললেন, পবিত্র আত্মা এসে তোমার উপর অধিষ্ঠান করবেন, ... সেই পবিত্র জন ঈশ্বরের পুত্র বলে পরিচিত হবে। *(লুক ১: ৩৫)*। ঐশ আত্মা এক কপোতের মত নেমে আসছেন এবং তাঁর উপর অধিষ্ঠিত হচ্ছেন *(মথি ৩: ১৬)*। সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠাবেন তিনি তোমাদের সবকিছু শিখিয়ে দেবেন *(যোহন ১৪:২৬)*। সেই পরম সহায়ক... তিনি যখন আসবেন, তখন তিনি নিজে আমার স্বপক্ষে সাক্ষী দিবেন। *(যোহন ১৫: ২৬)*। পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া ঈশ্বরের ভালবাসা (রোমীয় ৫:৫)। প্রভুর আত্মা যিনি, তিনি সেখানে, সেখানেই স্বাধীনতা *(২ করি ৩:১৭)*। তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির *(১ করি ৬: ১৯)*। ঐশ আত্মা আমাদের অন্তরের সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে এই সত্যের সাক্ষী দিচ্ছেন যে, আমরা পরমেশ্বরের সন্তান *(রোমীয় ৮: ১৫)*। " ঈশ্বরের সেই পরম আত্মা যিনি,তিনি তোমাদের অন্তরে বাস করেন *(১ করি ৩: ১৬)*। পরমেশ্বরের আত্মা যিনি তিনি ছাড়া আর কেউই পরমেশ্বরের অন্তরের কথা জানতে পারে না *(১ করি ২: ১১)* । পিতর আনানিয়াসকে বললেন, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে এমন মিথ্যা কথা বলতে পারলে ? ... মানুষের কাছে নয় তুমি তো পরমেশ্বরের কাছেই মিথ্যা কথা বললে *(শিষ্যচরিত ৫: ৩-৪)*।

খ্রিস্টভক্তদের জীবনে পবিত্র আত্মার পরিচালনা

পবিত্র আত্মার প্রেরণা না পেয়ে কেই বলতে পারেনা যে 'যিশুই প্রভু' *(১ করি ১২:৩)*। একই পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা সকলেই দীক্ষাস্নাত হয়ে একই দেহের অঙ্গ হয়ে উঠেছি *(১ করি ১২:১৩)*। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দান বিচিত্র। ঐশ আত্মাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয় সকলের মঙ্গলের জন্য (১ করি ১২:৭- ১০)"। "সেই সত্যের আত্মার দ্বারাই তোমরা জানতে পারবে যে, আমি পিতার মধ্যে রয়েছি এবং তোমরা আমার মধ্যে আছে আর আমি তোমাদের মধ্যে আছি " *(যোহন ১৪:২০)*। মানুষ যেন পুণ্যপথে চলতে পারে সেজন্য পবিত্র আত্মা তাঁর অন্তর আলোকিত করেন, আর তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তোলেন ' প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সদয়ভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা ও আত্মসংমের' *(দ্র: গালাতীয় ৫: ২২)* পুণ্য অনুভুতি।

পবিত্র আত্মার প্রেরণা : প্রৈরিতিক কাজে আমাদের দায়বদ্ধতা

পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে নবায়িত করেন প্রেরণকাজের জন্য। পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে খ্রিস্টমণ্ডলী গালিলেয়ার তীর ছেড়ে সমস্ত মহাদেশের প্রান্তে পৌঁছেছে। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে এই প্রচারাভিযান চলছে। পবিত্র আত্মার দিব্যদানের সাথে প্রেরণকাজের দায়িত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। *(দ্র: ১ করি ১২: ৭-১০)* যিশু শিষ্যদের মধ্যে পবিত্র আত্মা দান করে শিষ্যদের কর্মক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন। *(দ্র: যোহন ২০:২২)*।

বিশ্বাসী ভক্তের করণীয়

আত্মার প্রভাবে সঞ্জীবিত ভক্ত মানুষ হিসেবে আমাদের করণীয় হলো পবিত্র আত্মার নিন্দা না করা *(মার্ক ৩: ২৯)*, তাঁকে দু:খ না দেওয়া *(এফেসীয় ৪: ৩০)*, তাঁর জ্বালানো প্রদীপ নিভিয়ে না দেওয়া *(১ম থেসালনীকীয় ৫: ১৯)* এবং তাঁর বিরোধিতা না করা। *(শিষ্যচরিত ৭:৫১)*। আমরা যদি পাপ হতাশা, ভীতি এবং দুঃখ দ্বারা পরিচালিত হই তাহলে স্বভাবতই আমরা পবিত্র আত্মা দ্বারা শাসিত নই। খ্রিস্টের সেই পরম আত্মা যিনি, তিনি যার অন্তরে নেই, সে খ্রিস্টের নয় *(রোমীয় ৮:৯)*। আমাদের পাপের জন্য অনুতাপ করতে হবে এবং ভক্তিসহকারে প্রার্থনা করতে হবে যেন পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে পরাক্রমশালী হন। মণ্ডলীর প্রথম পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে শ্রোতাগণ সাধু পিতরের প্রচারে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমাদের তাহলে এখন কী করা উচিত ? পিতর উত্তর দিলেন, তোমরা এখন মন ফেরাও এবং পাপের ক্ষমা পাবার জন্য তোমারা প্রত্যেকেই যিশু খ্রিস্টের নামে দীক্ষাস্নাত হও। তাহলে তোমরা পাবে সেই ঐশদান স্বযং পবিত্র আত্মাকে *(শিষ্যচরিত ২: ৩৮)*।

St. John Paul II and Blessed Mother Teresa of Calcutta were spirit filled persons because we could see clearly the presence of The gifts and Fruits of the Holy Spirit, such as love,joy, kindness , in their lives.

৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

কুমারী মা মারীয়া : প্রণমি তোমারে মোরা

ফাদার বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস

মে মাস হলো কুমারী মা মারীয়ার মাস। আমরা সারাটা বছর কুমারী মা মারীয়ার কাছে আমাদের অন্তরের ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলেও মে মাসে আমরা আরো বেশি করে মায়ের কাছে আসি, জপমালা প্রার্থনা করি এবং আমাদের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুনয়-বিনয় মায়ের কাছে তুলে ধরি। আমরা জানি ও গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, মাকে আমরা অন্তর থেকে ডাকলে তিনি আমাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না। বরং আমাদের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুনয়-বিনয় তিনি তাঁর পুত্রের কাছে তুলে ধরেন, "ওদের কাছে আর দ্রাক্ষারস নেই" *(যোহন ২:৩)*! আর তাঁর পুত্রও আমাদের প্রয়োজন অনুসারে তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহের হাত আমাদের দিকে প্রসারিত করেন, "এবার তোমরা খানিকটা তুলে নাও আর ভোজকর্তার কাছে নিয়ে যাও" *(যোহন ২:৮)*; "হাত বাড়িয়ে যিশু তাঁকে স্পর্শ করে বললেন: 'তাই চাই আমি– তুমি সেরেই ওঠ" (মথি ৮:৩)!

জপমালা প্রার্থনা হলো সবচেয়ে সুন্দর, সহজতর ও শক্তিশালী প্রার্থনা। এ প্রার্থনার মধ্য দিয়েই আমরা কুমারী মা মারীয়ার একান্ত কাছে যাই এবং আমাদের ও জগতের জন্য কল্যাণ, মঙ্গল ও শান্তি কামনা করি। অন্যদিকে জপমালা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করলেও; এ প্রার্থনায় আমরা মূলত ধ্যান করি তাঁর পুত্র যিশু খ্রিস্টের জন্ম, জীবন, কাজ, দুঃখ-যন্ত্রণা, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহন নিয়ে। তাই বলা হয়ে থাকে জপমালা প্রার্থনা হলো খ্রিস্ট কেন্দ্রিক একটি প্রার্থনা। অর্থাৎ মা মারীয়ার কাছে জপমালা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আমরা তাঁর পুত্র যিশু খ্রিস্টের একান্ত কাছে যাওয়ার ও তাঁর জীবন নিয়ে ধ্যান-প্রার্থনা করার সময় ও সুযোগ পাই।

কুমারী মা মারীয়া হলেন আমাদের সবার মা। তিনি শান্তির রাণী। তিনি শান্তিদায়িণী। তিনি এ জগতের প্রতিটি ব্যক্তির অন্তরে, প্রতিটি পরিবারে, প্রতিটি সমাজে এবং গোটা বিশ্বে শান্তি আনয়ন করেন। তার প্রমাণ হিসাবে আমরা জানি– কত যুদ্ধ, সংঘাত, অশান্তি, পারিবারিক কলহ-ভাঙ্গন, সমস্যা, বৈষিক মহামারী, রোগ-শোক, বিপদ-আপদ থেকে কুমারী মা মারীয়ার কাছে জপমালা প্রার্থনার দ্বারা আমরা রক্ষা পেয়েছি এবং প্রতিনিয়ত পেয়ে যাচ্ছি। কুমারী মা মারীয়াও বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে দর্শন দানের মাধ্যমে আহ্বান করেছেন জপমালা প্রার্থনা করতে। আর তাই তো আজ জপমালা হয়ে উঠেছে আমাদের অন্তরের প্রার্থনা, মায়ের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রার্থনা এবং আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার/অস্ত্র। এই জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা মায়ের কাছ থেকে পাই চলার শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণা এবং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কৃপা, আশীর্বাদ, করুণা ও অনুগ্রহ।

মানব মুক্তির বা মানব পরিত্রাণের ইতিহাসে মা মারীয়ার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ ও অকল্পনীয়। কারণ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তাঁর মুক্তি পরিকল্পনায় আমাদেরই মধ্য থেকে একজন সাধারণ নারীকে বেঁছে নিয়ে তাঁর অনুগ্রহ ও কৃপা দানের মাধ্যমে নিজের পুত্রকে এ জগতে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর মধ্য দিয়েই সৃষ্টিকর্তা মহান ঈশ্বর তাঁর উত্তম সৃষ্টিকে রক্ষা করেছেন বা পাপের দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করেছেন এবং জগতের ও মানবের জন্য পরিত্রাণ এনেছেন। যার পুরস্কার হিসাবে ঈশ্বর তাঁর এই দাসীকে গৌরবান্বিতা করেছেন ও দেবদূতগণ দ্বারা স্বশরীরে স্বর্গে তুলে নিয়েছেন এবং যিশু খ্রিস্টের প্রতিষ্ঠিত মাতামণ্ডলীতেও আমরা গৌরবান্বিতা ও উজ্জ্বল মুকুটে শোভিতা কুমারী মারীয়ার স্মরণে চারটি মহাপর্বও পালন করে থাকি, যথা– ঈশ্বর জননী ধন্যা কুমারী মারীয়ার মহাপর্ব (১ জানুয়ারি), দূত সংবাদ মহাপর্ব (২৫ মার্চ), ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব (১৫ আগস্ট), কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব মহাপর্ব *(৮ ডিসেম্বর)*।

কুমারী মা মারীয়া হলেন নম্রতার আদর্শ। তিনি নম্রতাকে তাঁর শিরোমণি বা মুকুট করেছেন; করেছেন তাঁর অঙ্গেরও আবরণ। যার জন্য ঈশ্বরের বার্তাবাহক স্বর্গীয় দূত গাব্রিয়েল যখন তাঁর সামনে ঐশ পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছেন, "শোন, গর্ভধারণ ক'রে তুমি একটি পুত্রের জন্ম দেবে। তাঁর নাম রাখবে যিশু। তিনি মহান হয়ে উঠবেন, পরাৎপরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন। প্রভু পরমেশ্বর তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃ পুরুষ দাউদের সিংহাসন" *(লুক ১:৩১-৩৩)*! স্বর্গীয় দূত মুখে এ কথা শোনার পর কুমারী মা মারীয়ার মনে ভয় ও সংশয় থাকা সত্বেও সঙ্গে সঙ্গে নম্রতার সাথে বলেছেন, "আমি প্রভুর দাসী। আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক" *(লুক ১:৩৮)*! আসলে কুমারী মা মারীয়া যে কত নম্র নারী ছিলেন তা সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে মঙ্গলসমাচারে তাঁর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে:

ক. "তা কী করে হবে? আমি যে কুমারী" *(লুক ১:৩৪)!*

খ. "আমি প্রভুর দাসী। আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক" *(লুক ১:৩৮)*!

গ. "আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান....." *(লুক ১:৪৬-৫৫)*!

ঘ. "খোকা, আমাদের সঙ্গে এ তোমার কেমন ব্যবহার ? ভেবে দেখো তো, তোমার বাবা আর আমি কত উদ্বিগ্ন হয়েই না তোমাকে খুঁজছিলাম" *(লুক ২:৪৮)*!

ঙ. "ওদের কাছে আর দ্রাক্ষারস নেই" *(যোহন ২:৩)!*

চ. "উনি তোমাদের যা-কিছু করতে বলেন, তোমরা এখন তা-ই করো" *(যোহন ২:৫)*!

কুমারী মা মারীয়া তিনি বিশ্বজননী। তিনি খ্রিস্টের মা, তিনি খ্রিস্টমণ্ডলীর মা, তিনি আমাদের সবার মা। তিনি দয়াময়ী, তিনি স্নেহময়ী, তিনি শক্তিমতি, তিনি পরম বিশ্বস্তা। সর্বোপরি, তিনি আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ভূমি। আর এজন্যই তিনি সকল নারীর আদর্শ, সকল মায়ের আদর্শ। আমরা প্রতিদিনকার জীবনে তাঁর আদর্শিক জীবন অনুধ্যান করার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের কিছু কিছু গুণাবলী আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিময় জীবনে গ্রহণ, ধারণ ও পালন করে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ, দয়া, কৃপা ও আশির্বাদ আমাদের জীবনেও লাভ করতে পারি:

১. **ঈশ্বর বিশ্বাসী:** কুমারী মা মারীয়া ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী ও ঈশ্বর নির্ভরশীল একজন মানুষ, একজন বিশ্বাসী নারী, "আমি প্রভুর দাসী। আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক" *(লুক ১:৩৮)*! নিজের নাড়ি ছেঁড়া ধন বা নিজের গর্ভের সন্তান চোখের সামনে শত্রু দ্বারা অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছেন, যন্ত্রণাভোগ করছেন, শেষে ক্রুশের উপর তিলে তিলে মারা যাচ্ছেন; তারপরও কুমারী মা মারীয়া ঈশ্বরের উপর একান্ত বিশ্বাস ও আস্থা রেখে কোন রকম অভিযোগ ছাড়াই সব কিছু মেনে নিয়েছেন।

২. **বাধ্য ও নম্র:** কুমারী মা মারীয়া ছিলেন ঈশ্বরের বাণী/বাক্যের প্রতি একান্ত বাধ্য ও অনুগত। সেজন্য তিনি ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনাকে তাঁর জীবনে নম্রতার সহিত গ্রহণ করেছিলেন, "আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক" *(লুক ১:৩৮)*!

৩. **কৃতজ্ঞ চিত্ত:** তিনি ছিলের সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ। সেজন্য তিনি অন্তরের গভীর থেকে গাইতে পেরেছিলেন এই জয়গান,

"আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান। আমার পরিত্রাতা ঈশ্বরের কথা ভেবে প্রাণ আমার উল্লসিত! তাঁর এই দীন দাসীর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি; আজ থেকে যুগে যুগে সকলেই ধন্য ধন্য বলবে আমায়....." (লুক ১:৪৬-৫৫)!

৪. **কষ্ট সহিষ্ণুঃ** মঙ্গলসমাচারের প্রথম দিকে কুমারী মা মারীয়ার কিছু কথা আমরা শুনতে পেলেও পরবর্তীতে দেখতে পাই তিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণতা দান করতে গিয়ে কত কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা নীরবে চোখের জলে সহ্য করেছেন এবং সবকিছু নিজের অন্তরে গেঁথে রেখেছেন। এমনকী তিনি সপ্তশোকের মালা নিজের গলায় হাসি মুখে পড়ে নিয়েছেন– সাধু শিমিয়োনের ভবিষ্যদ্বাণী, মিশর দেশে পলায়ন, যিশুকে হারানো, যিশুর ক্রুশ বহন দর্শন, যিশুর মৃত্যু যন্ত্রণা দর্শন, যিশুর মৃত দেহ কোলে লওয়া, যিশুর সমাধি দর্শন।

৫. **ক্ষমাশীল:** সাধু পিতর পুত্র যিশুকে তিন তিন বার অস্বীকার করলেও মন পরিবর্তন করে ফিরে আসলে কুমারী মা মারীয়া ঠিকই তাঁর স্নেহডোরে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁকে গ্রহণ করেছেন। আমার কেন যেন মনে হয়, যুদা যদি গলায় দড়ি না দিয়ে কুমারী মা মারীয়ার কাছে ফিরে আসতেন হতে পারে তিনিও তাঁর স্নেহডোরে আশ্রয় পেতেন। তাঁকে ক্ষমা করে বুকে টেনে নিতেন।

৬. **আদর্শ জননী:** কুমারী মা মারীয়া ছিলেন একজন আদর্শ জননী। তিনি যোসেফ ও যিশুকে নিয়ে নাজারেথে একটা আদর্শ ও পবিত্র পরিবার গড়ে তুলেছিলেন। যেখানে ছিল সুখ, শান্তি, আনন্দ, সহভাগিতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ক্ষমা, ত্যাগ, প্রেম ও ভালবাসা। শুধু তাই নয়, আদর্শ জননী হিসাবে তিনি যিশু খ্রিস্টকে নিজের ছায়াতলে রেখে জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে বৃদ্ধি করেছিলেন এবং শিখিয়েছিলেন কিভাবে মানুষকে ভালবাসতে হয়, সেবা করতে হয়, সাহায্য করতে হয়, ক্ষমা করতে হয়।

৭. **সেবাকারিণী:** কুমারী মা মারীয়া নিজে ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও পবিত্র আত্মার শক্তিতে গর্ভবতী হয়ে তাঁর এই গভীর আনন্দ তিনি সহভাগিতা করেছিলেন তাঁর জ্ঞাতিবোন এলিজাবেথকে সেবা করার মধ্য দিয়ে। তিনি আসন্ন সন্তান সম্ভবা এলিজাবেথের পাশে থেকে তিন মাস তাঁর সেবা-যত্ন করেছেন *(দ্র: লুক ১:৩৯-৪৫)!*

৮. **প্রথম মিশনারী:** কুমারী মা মারীয়া হলেন প্রথম মিশনারী। যিনি ঈশ্বরের বাণী যিশু খ্রিস্টকে প্রথম বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন পার্বত্য অঞ্চলের যুদা প্রদেশের একটি শহরে জাখারিয়ের বাড়িতে এবং এলিজাবেথের কাছে ঈশ্বরের বাণী ঘোষণা করেছিলেন।

৯. **সচেতন নারী:** "ওদের কাছে আর দ্রাক্ষারস নেই" *(যোহন ২:৩)!* এ থেকে আমরা বুঝতে পারি কুমারী মা মারীয়া আমাদের প্রয়োজন জানেন ও আমাদের প্রয়োজনের দিকে সজাগ ও সচেতন দৃষ্টি রাখেন। আমরা কিছু চাওয়ার আগেই তিনি তাঁর পুত্রের কাছে আমাদের প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেন এবং আমাদের প্রয়োজন পূরণ করেন।

কুমারী মা মারীয়া কত সহজেই ঈশ্বরের পরিকল্পনায় "হ্যাঁ" বলেছেন। আমরা যদি আমাদের ব্যক্তিময় জীবনের দিকে তাকাই তাহলে দেখি "হ্যাঁ" বা "না" মূলক প্রশ্নে কতটা দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে আমরা থাকি। জীবনের প্রয়োজনে এবং জীবনের বাস্তবতায় "হ্যাঁ" বলবো, না "না" বলবো এই চিন্তায় কতটা সময় আমরা অতিবাহিত করি। "হ্যাঁ" এবং "না" এর আগে পিছে কত কিছু নিয়ে আমরা ভাবি ও চিন্তা করি। অর্থাৎ "হ্যাঁ" বললে কি হবে আর "না" বললে কি হবে সেই অনুসারে সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু কুমারী মা মারীয়ার জীবনে দেখি– ছোট একটা মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরের মহা-পরিকল্পনার কথা দূতের মুখ দিয়ে শোনা মাত্রই মনের গভীরে ভয়, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয় থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ঈশ্বরের উপর আস্থা ও বিশ্বাসের জোরে নির্দ্বিধায় ও নিসংকোচে "হ্যাঁ" বলেছেন। যদিও তিনি জানতেন ও বুঝতে পেরেছিলেন এই "হ্যাঁ" বলার জন্য তাঁকে জীবনে কত বড় ঝুকি মোকাবেলা করতে হবে; এমনকী তাঁকে মৃত্যুর মুখেও পড়তে হতে পারে। অর্থাৎ তিনি জানতেন– এই "হ্যাঁ" বলার জন্য তাঁর সব স্বপ্ন বিসর্জন দিতে হবে। তাঁর জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে। তিনি জানতেন– এই "হ্যাঁ" বলার জন্য কুমারী মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ঈশ্বরের পুত্রকে গর্ভে ধারণ করতে হবে। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ তাঁকে কলঙ্কিনী বলবে। তিনি জানতেন– এই "হ্যাঁ" বলার জন্য যোসেফ যখন তাঁর বাগদত্তা বধূ সম্বন্ধে এই দুর্নাম শুনবেন, মুহূর্তেই তিনি ত্যাগপত্র দিয়ে তাঁকে ত্যাগ করবেন। তিনি জানতেন– এই "হ্যাঁ" বলার জন্য সমাজের মানুষের কাছে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের বদনাম রটে যাবে। ফলে তিনি আর সমাজের মানুষের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না। সমাজ তাঁকে আর মেনে নেবে না। সর্বপরি তিনি জানতেন– এই "হ্যাঁ" বলার জন্য বিধান বা আইন অনুযায়ী সমাজের মানুষ তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলবে। এত গুলো কঠিন চ্যালেঞ্জের কথা জানা সত্ত্বেও আমরা দেখি তিনি সব সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভয়কে দূরে ঠেলে দিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বিশ্বাস করেছেন, মেনে নিয়েছেন এবং স্বজ্ঞানে, স্বাধীনভাবে ও স্ব-ইচ্ছাই "হ্যাঁ" বলেছেন। আর এটাও আমরা জানি, এই "হ্যাঁ" বলার মধ্য দিয়ে তিনি হয়েছেন ঈশ্বরের মা, খ্রিস্টের মা, খ্রিস্টমণ্ডলীর মা, বিশ্বের মা এবং আমাদের সকলের মা। এজন্যই তো আমরা কুমারী মা মারীয়ার প্রতি এত ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি, সম্মান করি এবং ভালবাসি।

অন্যদিকে আমরা যদি কুমারী মা মারীয়ার জীবনের দিকে তাকাই ও তাঁর জীবন নিয়ে গভীর ভাবে ধ্যান করি তাহলে দেখতে পাই– তিনি যিশু খ্রিস্টের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁর কাছে ছিলেন ও একান্ত পাশে ছিলেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে এ পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করতে তিনি সর্বদা যিশু খ্রিস্টের পাশে থেকে শক্তি, সাহস, মনোবল ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমরা মঙ্গলসমাচারে দেখি– যিশু খ্রিস্টের জন্মের পর রাজা হেরোদের কাছ থেকে তাঁকে রক্ষার্থে যোসেফ ও মারীয়া মিশর দেশে পালিয়ে গেছেন, রাজা হেরোদের মৃত্যুর পর পুনরায় নাজারেথে ফিরে এসে যিশুকে জ্ঞানে, বয়সে ও বুদ্ধিতে বাড়িয়ে তুলেছেন, কানা নগরে বিবাহ উৎসবে যিশুর আত্মপ্রকাশে সাহায্য করেছেন, এমনকী পিলাতের বাড়িতে, ক্রুশ বহনে, ক্রুশের নিচে এবং যিশুর মৃত দেহ ক্রুশ থেকে নামানোর পর কোলে তুলে নিয়েছেন; অর্থাৎ সব সময় ও সব পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর পুত্রের পাশে থেকেছেন। আর এই ভাবেই তিনি যিশুর কষ্ট, যন্ত্রণা, ব্যথা, বেদনার ভার কিছুটা হলেও লাঘব করেছেন এবং নিজের জীবনে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর শিষ্যদের এক সুতোয় বেঁধে রেখেছেন এবং তাদেরকেও শক্তি, সাহস, মনোবল ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন যেন জগতের সর্বত্রই যিশুর পুনরুত্থানের মঙ্গলবার্তা ঘোষিত ও প্রচারিত হয়।

অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন– আমরা কেন কুমারী মা মারীয়ার প্রতি এত শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান, ভালবাসা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে থাকি? এর অনেক গুলো কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো– কুমারী মা মারীয়ার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ, গভীর বিশ্বাসভরা অন্তরে ঈশ্বরের আহ্বানে মা মারীয়ার সাড়া দান, ঈশ্বর পুত্রকে নিজ গর্ভে আশ্রয় দান, মানব মুক্তি কাজে তাঁর সম্পৃক্ততা, কুমারী মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন, তাঁর গৌবরময় মুকুট ধারণ। অর্থাৎ কুমারী মা মারীয়া ঈশ্বরের বাণী দূত মুখে গভীর আগ্রহের সাথে শুনেছেন, ধ্যান করেছেন, তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করেছেন, সেই বাণী নিজ জীবনে মেনে নিয়েছেন, সেই বাণীর আলোকে জীবন যাপন করেছেন, পবিত্র আত্মার শক্তিতে ঈশ্বরের পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছেন, ঈশ্বরপুত্রকে এই পৃথিবীতে এনেছেন, আদর-স্নেহ-যত্ন-প্রেম-ভালবাসায় যিশুকে লালন-পালন করেছেন, সব সময় তাঁর পাশে থেকেছেন এবং সর্বোপরি মহান ঈশ্বরের মহা-পরিকল্পনাকে এই পৃথিবীতে বাস্তব করে তুলেছেন। আর এই কারণেই মূলত আমরা কুমারী মা মারীয়ার প্রতি এত শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান, ভালবাসা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে থাকি।

পরিশেষে বলা যায়, মানব মুক্তির ইতিহাস নিয়ে গভীর ভাবে ধ্যান ও প্রার্থনা করলে এটা খুবই স্পষ্টভাবে আমাদের চোখের সামনে ধরা দেয় যে, মহান ঈশ্বর আদমকে নিজের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করে তাঁরই বুকের পাজর দিয়ে

যে নারীকে (হবা) সৃষ্টি করেছিলেন, সেই নারীই জগতে পাপের সূচনা বা আরম্ভ করেছিলেন, মানুষকে পাপের বন্দিদশায় আবদ্ধ করেছিলেন; কিন্তু অন্যদিকে নবীনা হবা কুমারী মা মারীয়ার গর্ভ থেকে যে পুরুষ জন্ম নিয়েছেন তিনিই আদি পাপের বন্ধন থেকে জগৎকে, জগতের মানুষকে মুক্ত করে পরিত্রাণ এনেছেন।

তাই আসুন, খুলনা ধর্মপ্রদেশের প্রয়াত বিশপ মাইকেল এ ডি'রোজারিও এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে, "প্রতিগৃহে জপমালা প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা" প্রার্থনা করি এবং কুমারী মা মারীয়ার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান, ভালবাসা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা বাড়ানোর সাথে সাথে তিনি আমাদের সামনে যে আদর্শিক ও পবিত্র জীবন রেখে গেছেন তা অনুসরণ ও অনুকরণ করি– বিশেষ করে;

১. আমরা প্রত্যেকেই যেন ঈশ্বর বিশ্বাসী, বাধ্য, নম্র, কৃতজ্ঞ, কষ্ট সহিষ্ণু, ঈশ্বর নির্ভরশীল, আত্মত্যাগী, সেবাকারিণী, আদর্শ মানুষ হয়ে উঠি।

২. আদর্শ জননী হিসাবে নিজ নিজ সন্তানদেরকে মানুষের মত মানুষ (নৈতিকতা ও মূল্যবোধে) করি ও সকল পরিস্থিতিতে তাদের পাশে থাকি; তাদের সঙ্গ দিই, তাদের কথা শুনি, তাদেরকে সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের পথে পরিচালিত করি।

৩. কুমারী মারীয়া, সাধু যোসেফ ও যিশুকে নিয়ে গড়ে ওঠা নাজারেথের পবিত্র পরিবারের মত আদর্শিক ও পবিত্র পরিবার গঠন করি, যেখানে সদা বিরাজিত থাকবে সহযোগিতা, সহভাগিতা, সহমর্মিতা, সেবা, যত্ন, সুখ, শান্তি, প্রেম, ক্ষমা ও ভালবাসা।

কুমারী মা মারীয়া আমাদের প্রত্যেকজন ব্যক্তিকে, প্রত্যেকটি পরিবারকে, প্রত্যেকটি সমাজকে, গোটা মাতামণ্ডলীকে, সমগ্র দেশ, জাতি ও বিশ্বকে আশির্বাদ, অনুগ্রহ ও কৃপা দান করুন এবং বর্তমানের করোনা মহামারী থেকে আমাদের প্রত্যেককেই রক্ষা করুন। সারাটি বছর বিশেষ করে এই মে মাসে এই হলো আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একান্ত কামনা ও প্রার্থনা ॥

পরাধীন ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ নজরুল
১৬ পৃষ্ঠার পর

কৈফিয়ৎ' ছাপানোর জন্য। এগুলো প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। কাঠগড়ায় নজরুলের বিরুদ্ধে রাজ-দ্রোহিতার অভিযোগ এনে এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছিলো। নজরুলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার ৬ মাসের কারাদন্ড হয়েছিলো ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর তার প্রকাশিত 'প্রলয় শিখা' কাব্যের জন্য। ঠিক সেই সময় মহাত্মা গান্ধী লবণ সত্যাগ্রহের মধ্যদিয়ে যে আন্দোলন তৈরি করেছিলেন, সরকার একটা আপোষের মাধ্যমে আন্দোলন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ যে চুক্তি করেছিলো, সেটির নাম ছিলো, 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি।' চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিলো- রাজবন্দির মুক্তি। এই চুক্তির ফলেই সেবার নজরুল কারাভোগ থেকে নিস্কৃতি পেয়েছিলেন।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে, পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে বাংলার গৌরব, অপরূপ সুরস্রষ্টা, অভিনব গীতিকার, অশান্ত বুলবুল, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাংলার মেঠোপথে বাঁধনহারা এই বিদ্রোহী আত্মার বিচরণ মাত্র ২৫ বছর। এই ২৫ বছরেই ভারতবর্ষে বৃটিশদের দু'শো বছরের মজবুত শাসন ব্যবস্থাকে নড়বড়ে করে দিয়েছিলেন। তরবারির চেয়ে লেখনী যে কতো শক্তিশালী, কবি সেটাই প্রমাণ করেছিলেন তাঁর শাণিত বাণীতে।

কাজী নজরুল ইসলাম একজন বিদ্রোহী কবি, একজন সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চারণ কবি ও সুরের অপূর্ব সমাহার ও বৈচিত্রে যিনি একটি আলাদা ভূবন রচনা করেছেন, তিনি আমাদের জাতীয় কবি। বৈচিত্রময় জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কবি নিরবে বিদায় নিয়েছেন বাংলার মেঠোপথ থেকে। বৃটিশ শাসক ও তাবেদারদের কাছে তিনি নিষিদ্ধ হলেও বাংলার কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে কবি চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। এই অশান্ত বুলবুলের ১২২তম জন্ম-জয়ন্তীতে 'বিদ্রোহী' আত্মার প্রতি আমাদের প্রাণঢালা শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥

শ্রদ্ধাঞ্জলি : ১৯ তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত যোয়ান্না গমেজ
জন্ম : ৯ মে, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩১ মে, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : বাঙ্গালহাওলা, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী
কালীগঞ্জ, গাজীপুর

প্রাণপ্রিয় মা,

কালের বিবর্তনে আবারও ফিরে এলো সেই স্মৃতিময় বেদনাবিধূর স্মরণীয় দিন ৩১ মে, যেদিন তুমি আমাদের সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে স্বর্গীয় পিতার গৃহে অনন্তকালের জন্য পাড়ি দিয়েছ। দেখতে দেখতে ১৯ টি বছর কেটে গেলো। তোমার সেই প্রতিচ্ছবি প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। তোমার সেই সুন্দর হাসিমাখা মুখটি কল্পনা করলেই যেন হৃদয়-মন কেঁদে ওঠে। তুমি ছিলে সদালাপী, ধর্মপরায়ণ এক আদর্শ নারী। স্বর্গে পরম পিতার সান্নিধ্যে থেকে তুমি আমাদের স্বর্গ থেকে এমন আশীর্বাদ করো যেন, তোমার আদর্শে আমরা প্রতিদিন বেড়ে ওঠতে পারি।

শোকার্ত পরিবার
তোমার সন্তানেরা

বড় ছেলে : সুবল (মাষ্টার) ও **ছেলে বউ :** শ্যামলী
ছোট ছেলে : ফাদার বিমল গমেজ, **মেয়ে :** সিস্টার বিমলা এসএমআরএ, জসিন্তা, লুসি, **নাতি ও নাতি বৌ:** সুমন-জ্যাকলিন ও সুজন - তাইভেন
নাতনী : সিস্টার সিলভিয়া এসএমআরএ, **পুতি :** সাভিও জন গমেজ ও সার্জিও গমেজ

বিজ্ঞ-৪৩/২০২১

পরাধীন ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ নজরুল

ফাদার সুনীল রোজারিও

শত বছরের পরাধীন ভারতবর্ষের মহাকাশে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে, বিদেশি শাসকদের মস্‌নদকে প্রবল বেগে ঝাঁকুনী দিয়ে ঝড়ের গতিতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে অতিক্রান্ত হয়েছিলেন যিনি, তিনি হলেন অশান্ত অগ্নিগিরি, অতৃপ্ত স্রষ্টা, বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি 'বিদ্রোহী কবি' নামেই বেশি পরিচিত। এতো অল্প বয়সে, একটি কবিতার শিরোনামকে দিয়ে একজন কবির পরিচয় গড়ে ওঠা বাংলা সাহিত্যে বিরল। বাংলা সাহিত্যে আর কোনো কবিতা এতো প্রশংসিত বা সমালোচিত হয়নি- 'বিদ্রোহী' ছাড়া। বিদ্রোহী নিয়ে আলোচনায় বসলে প্রথমেই এর 'গতি' নিয়ে বলতে হয়। বিদ্রোহীর গতির মধ্যে কোনো অবসর নেই। বিদ্রোহীর 'পুংতি' কোথাও বিশ্রাম নেওয়ার অবকাশ দেয়নি। আবৃত্তি করতে গেলে কণ্ঠ উদর থেকে তালু পযর্ন্ত নিমিষে নিমিষে উঠানামা করে- যেনো একজনের কণ্ঠে গর্জে ওঠে শতজনের বজ্রকণ্ঠ। কবিতার শুরু থেকে শেষ পযর্ন্ত যেনো একটা নিশ্বাস।

বিদ্রোহীর বিশাল ছন্দ জগতের মধ্যে বৈপরীত্য ও স্ব-বিরোধীতা স্পষ্ট। কবি, মনের আবেগে বিচরণ করতে গিয়ে কখনো হয়ে উঠেছেন দুর্বার, মহাপ্রলয়ের নটরাজ, মহাত্রাস। কখনো- যেমন রুদ্র ভগবানের ভূমিকায়, কখনো আবার শোক-তাপহানা খেয়ালী বিধির বক্ষে পদচিহ্ন এঁকে দেওয়ার অঙ্গীকার। যুদ্ধের ময়দান থেকে নিমিষেই ছুটে গেছেন প্রেয়সীর অন্তরে। তরবারির ঝণঝণানীর মধ্যে শুনেছেন চপলা মেয়ের কাঁকন চুড়ির কণ্‌কণ্ শব্দ। ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুংকার শুনেছেন যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে দাঁড়িয়েই আবার শুনেছেন বৃন্দাবনে শ্যামের বাঁশরি। বিদ্রোহীর 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হাতে রণ তূর্য।' বিদ্রোহীর পরতে পরতে ভাব-ছন্দের এই যে বৈপরীত্য ও স্ব-বিরোধীতা এটা কিন্তু কবির অবাস্তব কল্পনা নয়, এটা মানুষের বাস্তব স্বভাবের তাড়না থেকে, সবল-দুর্বল আচরণ থেকে উৎসারিত। তাই বলা যায়, বিদ্রোহী কবিতায় বস্তুসত্য অপেক্ষা চৈতণ্যের আহ্বান বড় সত্য, বিভিন্ন ভাবের সমাবেশে হৃদয়ে তোলপাড় জাগানো বেসামাল তারুণ্যের প্রতি বিশ্বকে দাহণ করার একটি বিষবাণ।

বৃটিশ উপনিবেশ শক্তির বিরুদ্ধে কবির প্রতিটি কাব্য ছিলো ফনিমনসার ছোবল, প্রতিটি কবিতা ছিলো তরুণদের প্রতি অগ্নিবীণার হাতছানি, বিষের বাঁশির জ্বালাধরা উন্মাদনা। কবি নজরুলের ক্ষুরধার বাণী একদিকে যেমন বৃটিশ প্রশাসনকে ভাবিয়ে তুলেছিলো, অন্যদিকে তার রচনায় অসহ্য দরিদ্রতা, সমাজের ভন্ডামী, ধর্মের রাজনীতিতে দেশীয় তাবেদার ও ধনী সমাজের বিরুদ্ধে সব প্রতিবাদ একত্রিত হয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন যুগ-প্রজন্মের শীর্ষ সাম্যবাদী।

কবির বয়স তখন মাত্র ২২ বছর। ১৩২৮ সালের পৌষ অর্থাৎ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে, একই সময়ে 'বিজলী' এবং 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো নজরুলের অমর সৃষ্টি 'বিদ্রোহী' কবিতা। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এমন অগ্নিঝরা শব্দবাণে কোনো বাঙালি কবির এটাই প্রথম আহ্বান। "আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।" রক্ত উত্তপ্ত করে তোলার জন্য কি ক্ষুরধার বাণী।

বৃটিশ শাসনামলে যেসব বাঙালি কবি-সাহিত্যিকের কাব্যগ্রন্থ নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হয়েছিলো, যারা দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেলে গিয়েছিলেন, নজরুল তাদের মধ্যে অন্যতম। নজরুলের যেসব কাব্য-কবিতাগ্রন্থ বৃটিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- 'যুগবাণী', 'বিষের বাঁশি', 'ভাঙ্গার গান', 'প্রলয় শিখা', ও 'চন্দ্রবিন্দু।'

নজরুলের প্রথম নিষিদ্ধ নিবন্ধ গ্রন্থটি ছিলো 'যুগবাণী।' এটি ছিলো কোলকাতার 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধের চমৎকার সংকলন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর বাংলা সরকারের এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ভারতে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি এবং সরকারের তাবেদারদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর ভাষা প্রয়োগের জন্য যুগবাণী বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর পর বিভিন্ন সময়ে যুগবাণীর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন জানানো হলেও প্রায় ১৯ বছর পরে, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি জানানো হয়- নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা যাবে না। পরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পাঁচ মাস ১৪দিন আগে অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ, সরকার যুগবাণীর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন।

যুগবাণী নিষিদ্ধ হওয়ার এক বছর পর 'বিষের বাঁশি' নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিষের বাঁশির গোটা দেহ জুড়েই রয়েছে প্রাণ-স্পন্দনের গান। শোষণের বিরুদ্ধে বিষের বাঁশি ছিলো তরল-গরল, মরণ-বরণ। এ বিষয়ে 'প্রবাসী' পত্রিকার মন্তব্য ছিলো, "কবিতাগুলি যেন আগ্নেয়গিরি, প্লাবন ও ঝড়ে প্রচণ্ড রুদ্ররূপ ধরিয়া বিদ্রোহী কবির মর্মজ্বালা প্রকটিত করিয়াছে। জাতির এই দুর্দিনে মুমূর্ষ-নিপীড়িত দেশবাসীকে মৃত্যুঞ্জয়ী নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবে।" ২১ বছর পর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল বিষের বাঁশি'র উপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ তুলে নেওয়া হয়। বিষের বাঁশি বাজেয়াপ্ত হওয়ার কিছুদির পর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর বাজেয়াপ্ত হয় 'ভাঙ্গার গান' এবং এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর।

এর পর ভারত সরকারের রোষানল গিয়ে পড়ে নজরুলের কবিতাগ্রন্থ 'প্রলয় শিখা'র উপর। প্রলয় শিখার উপর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এবং পরের বছর বইটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রলয় শিখার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে অর্থাৎ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রলয় শিখার পাণ্ডুলিপি পড়ে মুদ্রাকর ও প্রকাশকরা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে সরকার মোটেও রেহাই দিবে না। ভয়ে কোনো প্রকাশক রাজী না হওয়ায় কবি নিজের দায়িত্বেই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। সে সময় বাংলা সাহিত্যে একই ব্যক্তি-লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর হওয়ার গৌরব ছিলো এক বিরল ঘটনা। এই গ্রন্থে 'নব-ভারতের হলদিঘাট' নামক কবিতাটি ছিলো বাজেয়াপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ।

প্রলয় শিখা নিষিদ্ধ হওয়ার মাত্র একমাস পরে অর্থাৎ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর এক গেজেট ঘোষণায় নিষিদ্ধ হলো নজরুলের আরোও একটি অপূর্ব সৃষ্টি 'চন্দ্রবিন্দু।' চন্দ্রবিন্দু কাব্যটি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কবিতায় ঠাসা ছিলো। কাব্য জুড়ে ব্যঙ্গ ভাষা থাকলেও সেগুলোর মধ্যদিয়ে কবির দেশাত্মবোধ প্রকাশ পেয়েছে। চন্দ্রবিন্দুর উপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ গেজেটের মাধ্যমে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর। নজরুল গবেষকদের মতে, 'যুগবাণী', 'বিষের বাঁশি', 'ভাঙ্গার গান', 'প্রলয় শিখা', ও 'চন্দ্রবিন্দু'- এই পাঁচটি গ্রন্থ বৃটিশ উপনিবেশ সরকার নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করার পরেও আরো কিছু গ্রন্থ নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছিলো। সেগুলো হলো- অগ্নিবীণা, সঞ্চিতা, ফণিমনসা, সর্বহারা ও রুদ্রমঙ্গল। কিন্তু নিষিদ্ধের সুপারিশ থাকলেও অজ্ঞাত কারণে নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করার কোনো সরকারি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

নজরুলের মোট ৫টি কাব্যগ্রন্থ নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হলেও কারাদন্ড হয়েছিলো অর্ধ-সাপ্তাহিক নিজের পত্রিকা 'ধূমকেতু'তে নিজের লেখা 'আনন্দময়ীর আগমনে' ও একই সংখ্যায় একটি ১১ বছরের মেয়ের লেখা নিবন্ধ 'বিদ্রোহী

১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

শৈশব স্মৃতিগন্ধে ভরপুর

লাবণ্য রোজ

সুন্দর কোমল পায়ের পাতায় তাল মেলাতে মেলাতে কখন যে জীবনের সেরা সময় শৈশব পার হয়ে গেল, তা বুঝতেই পারলাম না। নব্বইয়ের দশকের শেষে জন্ম নেয়ার সুবাদে আমার শৈশব স্মৃতিগন্ধে ভরপুর। এখনো খুব মনে পড়ে দোলনা দোলানো সেই দিনগুলি। একান্নবর্তী পরিবারে বেড়ে ওঠা এ যেন এক রূপকথার গল্প। তখন আমরা দুই বোন খুবই ছোট। এত বড় বাড়ি, বড় বড় সব সদস্যের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে ছোট সদস্য। মনে পড়ে সারাদিন দু'জনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কথা। তখন আমাদের ঘুম ভাঙ্গতো মাসি পিসিদের ডাকে। ঘুমে ভরা ছোট দুই জোড়া চোখ খুলেই দেখতে পেতাম নাস্তা তৈরী। কিন্তু তখনও আমাদের কোন চিন্তা নেই। এক ঘন্টা পার করে দিতাম ব্রাশ হাতে নিয়ে।

এই প্রজন্মের মতো হাতে ছিল না মুঠোফোন, ১০১ টা ডিস চ্যানেল, গেমস কিংবা কুঁনের প্রতি আসক্তি। কেবল ছিল শৈশবের দুরন্তপনা আর ভাবনাহীন প্রাণোচ্ছলে ভরপুর ছুটে চলা। ইট-পাথর-কাঠ দালানের বিপরীতে ছিল দিগন্ত বিস্মৃত খোলা মাঠ, পথ-ঘাঁ, সবুজ প্রান্তর, পুকুর, নদী, ফসলের জমি'র নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধুর স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ওঠে স্মৃতিপটে।

প্রকৃতির কোলে বাঁধাহীন ছুটে বেড়ানোর দিনগুলোতে জমে আছে কত স্মৃতি। আমরা শৈশব কাটিয়েছি মাটির টোপা-পাতি আর দশ হাত সেই লাল, হলুদ শাড়িতে। খেলেছি কানামাছি কিংবা লুকোচুরি খেলা, প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে চড়ুইভাতি আয়োজন করা, নানা রকমের গাছ লাগিয়ে বাড়ির আঙ্গিনা ভরে ফেলা, পুতুলের বিয়ে দেয়া, মাটির ব্যাংকে টাকা জমানো। এমন দিন তো এ জীবনে আর ফিরে আসবে না। পড়ন্ত বিকেলে আমাদের সন্ধ্যা কেটেছে নাচ-গান, ফ্যাশন-শো ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কিন্তু আমাদের নির্দিষ্ট কোন মঞ্চ ছিল না। আমাদের মঞ্চ ছিল বাড়ির সেই উঠানটি।

ছাদের উপর গাজী ট্যাঙ্কের পানি আমরা কখনাই ব্যবহার করিনি। আমাদের বেসিন ছিল বর্ষায় বাড়ীর ঘাঁ। হ্যাঁ সেখানেই আমাদের লাল নীল সংসারের টুপা-পাতি ঘষা মাজা করতাম। মিনিকেট চালের বস্তা ছিল আমাদের অপরিচিত। কারণ আমরা দেখেছি সোনালি ধান। বাড়ীর উঠানে মাসী, পিসি আর দাদুমনির সাথে আমরাও কোমর বেঁধে কাজে নেমেছি কত। ধান থেকে চাল বের করাঁা আমাদের কাছে খুব পরিচিত। শৈশবের স্মৃতিতে আজও ধান ভাপানো ঘ্রাণ খুঁজে পাই আমরা।

বেশ ভালই মনে আছে বিরাঁ উঠানে আমাদের ছোটাছুটির কোন সমস্যাই হতো না। সাত-পাতা, বরফ-পানি, কুমির-ডাঙ্গা, পলান-টু, ছোটয়াছুয়ি, জুতাচোর, গোল্লা-ছুট, দাড়িয়া-বান্দা, কানাকাছি ছিল আমাদের খেলার তালিকা আর স্কুল কামাই করার বাহানা। আমরা তখন দুই তলা/দশ তলা বিল্ডিং সমন্ধে অজ্ঞ। আমরা চিনতাম ঘরের টিনের চালের কাড়। বড় ভাইয়ের কথা না শুনলে আমাদের সেখানে জেল বন্ধী করা হত। সারাদিন দুষ্টমির পর আমাদের দিন শেষ হতো যৌথ মালা প্রার্থনা দিয়ে। প্রার্থনার সময় রাজ্যের যত ঘুম এসে ভর করতো আমাদের চোখে। তবুও সন্ধ্যার প্রার্থনা করতেই হবে। প্রার্থনা না করলে রাতের খাওয়া নেই।

বর্ষা আমার প্রিয় ঋতু। ঝড়ের পরে সবার সাথে পাল্লা দিয়ে আম কুড়োতে যেতাম। মায়ের সাথে মামা-মাসীদের বাড়ীতে বেড়াতে যেতাম আম-কাঁঠাল খাওয়ার লোভে। তখন শর্ষে ক্ষেত দেখলেই ছবি তুলতে যেতাম না। একদৃষ্টে তাকিয়ে দিগন্ত বিস্মৃত হলুদের সমারোহ উপভোগ করতাম। এখন কৃষ্ণচূড়া, গোলাপ কিংবা বাগান বিলাস পছন্দ, তখন ছিল বর্ষার কদম আর শরতের শিউলি ফুল।

শৈশবে ডিপ্রেশন বলতে বুঝতাম আদরের পুতুলের শ্বশুড়বাড়ি যাওয়ার শোক, সংসারের প্রয়োজনে শখের মাটির ব্যাংকটা ভেঙ্গে ফেলা কিংবা সমবয়সীদের সঙ্গে ঝগড়ায় হেরে আসা। বড় হওয়ার সাথে সাথে অনেক কিছু নিজের হচ্ছে ঠিকই কিন্তু বিনিময়ে অনেক কিছু হারিয়ে ফেলছি। যা হারিয়ে ফেলি তা আর ফিরে আসে না; যেমন আমার শৈশব, শৈশবের খেলা আর খেলার সাথী।

শৈশবের স্মৃতি বলে শেষ করার মতো না। কিন্তু এমন একাকীত্বের চোখে শৈশবের স্মৃতিগুলো খুব উজ্জ্বল। ফোন, ল্যাপটবের ব্যস্ততা আজ সেই ছোট চঞ্চল দুই সদস্যকে যান্ত্রিক করে দিয়েছে, একা করে দিয়েছে। ছোট বেলার ভাবনা থেকে বলছি, যদি আলাদিনের চেরাগ পেতাম তাহলে ইচ্ছা পূরণের দাবিটা করতাম যে, ছোট বেলার সেই লাল নীল সংসার ফেরত চাই, পুতুলের বিয়ে দিতে চাই। আমার শৈশব ফিরে পেতে চাই॥

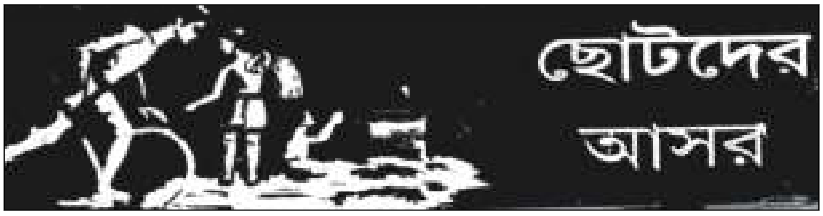

দাদু-নাতি

মাস্টার সুবল

একদিন বিকালে দাদু-নাতির মধ্যে প্রায়শ্চিত্তকাল নিয়ে সংলাপ চলছিল। দাদু নাতিকে বলেন, শোন ভাই, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন মিশনের ফাদারগণ আমাদের কোনদিন বলেননি, প্রায়শ্চিত্তকালে মাছ-মাংস আহার ত্যাগে যত টাকা খরচ কম হবে ঐ টাকা মিশনে দান করবে। কিন্তু বর্তমানে মিশনের ফাদারগণ শুধু বলতেই থাকেন, প্রায়শ্চিত্তকালে মাছ-মাংস আহার ত্যাগে যত টাকা কম খরচ হবে ঐ টাকাগুলো মিশনে দান করলে আত্মা বেশি পুণ্য লাভ করবে। আমরাতো ভাই মাছ-মাংস আহার ত্যাগ করে ত্যাগস্বীকারে আত্মার পুণ্য পাচ্ছি। তাইলে আবার ত্যাগস্বীকারের টাকা মিশনে দান করলে আত্মার পূণ্য পাবো এর অর্থ কি তা বুঝি না ভাই।

এবার নাতি দাদুকে বলে, শোন দাদু, তুমি আমাকে একদিন বলেছিলে, তোমরা যখন ছোট ছিলে তখন বাংলাদেশের বহু পরিবার ভীষণ দরিদ্র ছিল। একজন অন্যজনকে কিছু দিয়ে সাহায্য করার মত কোন ক্ষমতা ছিল না। তখন প্রত্যেক মিশনে বিদেশী ফাদার ছিলেন। ঐ ফাদারগণই গরিবদের সাহায্য করতেন। আর এখন তেমন কোন বিদেশী ফাদার নাই। বিদেশ থেকে তেমন কোন সাহায্যও আনতে পারেন না। তাই মিশন পরিচালনার জন্য, মিশনের উন্নতির জন্য ফাদারদের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কাজের জন্য আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হয়। তুমি বলছো, আমরা ত্যাগস্বীকার করে আত্মার পূণ্য পাচ্ছি। এটা ঠিকই বলছ। কিন্তু তার সাথে যদি আরো একটু বেশি দান করা যায় তাহলে আত্মা একটু বেশি পরিমাণেই পূণ্য পাবে। বুঝলে, দাদু? দাদু বলেন, হ্যাঁ ভাই, এবার বুঝলাম। এখনতো আমাদের দেশী ফাদারগণ বিদেশী ফাদারদের মত বিদেশ থেকে সাহায্য আনতে পারে না, তাই মিশন পরিচালনায় ফাদারদের সাথে আমাদেরও সাহায্য সহযোগিতায় থাকতে হয়। তোর মত আমার একজন ছোট নাতি যে আমার মনটা পরিষ্কার করে দিলি তার জন্য তোরে ধন্যবাদ জানাই। ঈশ্বর তোকে দীর্ঘজীবী করুন। সার্বিক মঙ্গল সাধনে আশির্বাদ করুন।

আমার স্নেহের ছোট নাতি-নাতনিরা, তোমরা আমার এ লেখাটা পাঠ করে ভাবতে পারো লেখাটা একটি গল্প, কিন্তু আমার এ গল্পটা হতে পারে একটি সত্য গল্প, তাই না ॥

রোদেলা ম্যাগডালিনা গমেজ
হাসনাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪র্থ শ্রেণী

গাছ কাটা

স্বপন রোজারিও

অপ্রয়োজনে প্রতিদিন
কাটছি আমরা গাছ,
গাছ কেটে মনটা যেন
হয়ে যায় রাজ।

গাছই যে অক্সিজেন
চিন্তা না করি,
পরিবেশ নষ্ট করে
দালান কোটা গড়ি।

কখনও বা কেটে গাছ
বানাই ভোজনালয়,
গাছ বিনা এ ধরাতে
কে দিবে মলয়?

গাছ দেয় খাদ্য আর
গাছ দেয় ছায়া,
তবু কেন গাছের জন্য
নেই মোদের মায়া?
গাছ না থাকলে এ ধরা
হবে মরুভূমি,
তাহলে, হে মানুষ
কোথায় রবে তুমি।

আজ থেকে এক হয়ে
না কাটি গাছ আর,
হবে না এ বিশ্বে
অক্সিজেনের হার।

আর যদি কাটাতে থাকি
গাছ নির্বিচারে,
অক্সিজেন নিয়ে যুদ্ধ
হবে অচিরে ॥

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

পোপের সাক্ষাতে ভাতিকানে নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত

ভাতিকানে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মো. মোস্তাফিজুর রহমান কাথলিক খ্রিস্টানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু পোপ ফ্রান্সিসের কাছে অনাবাসী রাষ্ট্রদূত হিসেবে পরিচয়পত্র পেশ করেছেন। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ভাতিকান সিটির অ্যাপোস্টলিক প্রাসাদে এক আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে পরিচয়পত্র পেশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছাড়াও ভাতিকানে নবনিযুক্ত

পোপ ফ্রান্সিসের কাছে অনাবাসী রাষ্ট্রদূত হিসেবে পরিচয়পত্র পেশ করছেন

আরও ৮টি দেশের রাষ্ট্রদূতেরা পোপের কাছে তাঁদের পরিচয়পত্র পেশ করেন।

পরিচয়পত্র গ্রহণের পর পোপ ফ্রান্সিস নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতগণের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। এ সময় তিনি চলমান করোনা মহামারি মোকাবিলায় সব জাতিকে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, মানবতাবোধ ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী সেবার সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি শান্তিপূর্ণ, সহনশীল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গঠনে তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়াস ও সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া তিনি অভিবাসন সংকট ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও জোরালো ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তৃতা পর্ব শেষে পোপ ফ্রান্সিস রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেন। রাষ্ট্রদূত মোস্তাফিজুর রহমান পোপকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা পৌঁছে দেন। এ সময় রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন, বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের স্বীকৃতি, আর্থসামাজিক উন্নয়নে বর্তমান সরকারের অর্জন ও কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মিয়ানমারের সদিচ্ছার অভাবের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন এবং মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যথাযথ চাপ প্রয়োগের বিষয়ে পোপের সক্রিয় সহায়তা কামনা করেন।

নির্যাতন ও হত্যার কারণে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও অব্যাহত সহায়তা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করেন পোপ ফ্রান্সিস। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক সাক্ষাৎগুলোর কথা উল্লেখ করেন। পোপ বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। তিনি তাঁর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছাবার্তা পৌঁছে দিতে রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ করেন।

ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে বিশ্ব যুব দিবস উদ্‌যাপনে ভাতিকানে নির্দেশনা দান

গত ১৮ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ভক্তজনগণ, পরিবার ও জীবন বিষয়ক ভাতিকানের দপ্তর এক সংবাদ সম্মেলনে 'নির্দিষ্ট/স্থানীয় মণ্ডলীতে বিশ্ব যুব দিবস পালনের পালকীয় কিছু দিক নির্দেশনা' উপস্থাপন করে। দপ্তরের মতে, নির্দেশিকাগুলো কিছু আদর্শ অনুপ্রেরণাগুলো দান ও সম্ভাব্য ব্যবহারিক প্রয়োগগুলো উপস্থাপন করে একটি অভীষ্ট লক্ষ্যে নিতে ইচ্ছুক; যা ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস পালনের জন্য একটি সুযোগ সৃষ্টি করে প্রত্যেকজন যুবকের মধ্যকার উদারতা, উত্তম মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতি গভীর আকাঙ্খার সক্ষমতা বের করে আনে। সংবাদ সম্মেলনটি সরাসরি সম্প্রচার করেছিল ভাতিকানের প্রেস অফিস।

বিশ্ব যুব দিবস: আন্তর্জাতিক যুব দিবস প্রতি ৩ বছর অন্তর অন্তর পুণ্যপিতার উপস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে, এই ঘটনার স্মরণে প্রতিবছরই স্থানীয় মণ্ডলীতে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় সাধারণত উদ্‌যাপন করা হয়। এ দিবস পালনের পূর্বে প্রতিবছরই পুণ্যপিতার বিশেষ বাণী প্রকাশিত হয় 'যুবদের সাথে যাত্রায় সর্বজনীন মণ্ডলীর সঙ্গদান' - উদ্দেশ্যটিকে সামনে রেখে। প্রাবক্তিক দূরদৃষ্টি থেকেই সাধু পোপ ২য় জন পল বিশ্ব যুব দিবস প্রবর্তন করেন। পোল্যাণ্ডের এই সাধু চেয়েছিলেন যে, সকল যুবকেরা উপলব্ধি করুক মণ্ডলী তাদের কথা ভাবে ও যত্ন নেয়। তারই ফলশ্রুতিতে পিতরের উত্তরাধিকারী সমগ্র বিশ্বের খ্রিস্টমণ্ডলীর যুবদের সাথে ও তাদের চিন্তা চেতনা, উদ্বেগ, আকাঙ্খা-আশার সাথে একাত্ম হন যাতে করে এ নিশ্চয়তা আসে যে খ্রিস্ট যিনি সত্য ও ভালবাসার উৎস তিনি যুবদের ভালবাসেন। পোপ ১৬শ বেনেডিক্টও একই ধারণা পোষণ করতেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'বিশ্ব যুব দিবস মণ্ডলীর জন্য একটি বিশেষ অনুগ্রহ ... বিশ্বাসহীনতা বা শৈথিল্যতার একটি প্রতিকার, খ্রিস্টানধর্মের নতুন ও সতেজ ধারা এবং নতুনভাবে মঙ্গলবাণী ঘোষণাকে বাস্তবে চর্চা করা।' একই ধারাতে পোপ ফ্রান্সিস বিশেষভাবে তরুণ প্রজন্মকে প্রেরণধর্মী তৃষ্ণা দান করে যাচ্ছেন। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে বিশ্ব যুব দিবসের সমাপ্তিতে বলেছিলেন, যুবদিবস তীর্থযাত্রার এমন একটি নতুন পর্যায় যেখানে যুবকেরা যিশুর ক্রুশ নিয়ে এবং নিজেদের ক্রুশ বহন মহাদেশের সীমারেখা অতিক্রম করে যায়। আসুন আমরা সবসময় স্মরণ করি: যুবারা পোপকে অনুসরণ করে না, তারা যিশুকে অনুসরণ করে ও তাঁর ক্রুশ বহন করে। পোপ শুধু তাদেরকে পরিচালনা দেন এবং বিশ্বাসের ও আশার যাত্রাতে সঙ্গ দান করে।

স্থানীয় মণ্ডলীতে যুব দিবস: নির্দেশিকাটি জোর দিয়ে উল্লেখ করে যে, পড়াশুনা, কাজ বা আর্থিক সমস্যার কারণে বেশিরভাগ যুবকেরাই বিশ্ব যুব দিবসে অংশ নিতে পারে না বলে স্থানীয় মণ্ডলীতে যুব দিবস পালন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে যুব বিষয়ক বিশপীয় সিনডের মূলসুর : 'যুব শ্রেণী, বিশ্বাস ও জীবনাহ্বান নির্ধারণ' বেছে নিয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় সমগ্র মণ্ডলী (সর্বজনীন ও স্থানীয়) যুবদের প্রতি দায়িত্বশীল হবে এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন, আকাঙ্খা ও প্রতিকূলতা দ্বারা মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকবে। উদ্‌যাপনগুলোর মাধ্যমে যুবদের সাথে পথ চলতে, তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে ধৈর্য নিয়ে তাদের কথা শুনে স্নেহ ও শক্তি দিয়ে ঈশ্বরের বাণী ঘোষণা করতে মণ্ডলীকে মনোযোগী হতে হবে। পালকীয় নির্দেশিকাগুলো এমনিভাবে বিবেচনা করা উচিত যে, তা উদ্যোগ এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সৃজনশীল হওয়ার অনুকূল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে মণ্ডলীকে তার লক্ষ্য পূরণে প্রাধান্যের ভিত্তিতে যুবদের বিবেচনা করে। যার কারণে সময়, শক্তি ও সম্পদ বিনিয়োগ করে। তাই তাদেরকে বিশ্বের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর বিভিন্ন অবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন ধর্মাঞ্চল একসাথে বা জাতীয়ভাবেও তা পালন করা যেতে পারে।

খ্রিস্টরাজার মহাপর্বে যুব দিবস পালন: ২২ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ - খ্রিস্টরাজার পর্বদিনে পোপ ফ্রান্সিস আহ্বান রাখেন যেন খ্রিস্টরাজার পর্বদিনে যুব দিবস স্থানীয় মণ্ডলীতে পালন করা হয়। ঐতিহ্যগতভাবে, তালপত্র রবিবারে এ দিবস পালনের ধারা প্রচলিত ছিল। এখন থেকে অর্থাৎ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে যুব দিবস উদ্‌যাপিত হবে খ্রিস্টরাজার পর্বদিবসে। তালপত্র রবিরাব ও খ্রিস্টরাজার পর্বদিবস দুটিতে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। দুটি ঘটনাতেই যিশুকে রাজা হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই আলোকে যুবদের কাছে জানাতে হবে যে, খ্রিস্ট তাদের জীবনের রাজা হয়ে আসতে চান। তাঁকে গ্রহণ করো। ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস পালনের কেন্দ্রেই হবে খ্রিস্টকে যুবদের জীবনের কেন্দ্র করা।

বিশ্ব যুব দিবস - বিশ্বাসের উৎসব : পালকীয় নির্দেশিকাগুলো বিশ্ব যুব দিবস উদ্‌যাপনের ৬টি মূল ভিত্তিগুলোকে বিশ্লেষণ করে। তা যুবশ্রেণীর ব্যক্তিদেও জীবন্ত ও আনন্দপূর্ণভাবে বিশ্বাস ও মিলন অভিজ্ঞতা করার, এবং ঈশ্বরের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়। তাই বিশ্বাসীয় জীবনের কেন্দ্র হলো যিশুর সাথে সাক্ষাৎ। তাই প্রতিটি যুব দিবসেই যিশুর সাথে যুবদের সাক্ষাতের বিষয়টি ধ্বনিত হবে এবং যিশুর সাথে ব্যক্তিগত সংলাপ ঘটবে একজন যুবকের। স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে সৃজনশীলভাবে যোগাযোগ দিবস পালন যুবদের বিশ্বাসে বলীয়ান করে।

মণ্ডলীর অভিজ্ঞতা: নির্দেশিকা তুলে ধরে, যুবশ্রেণী যেন মাণ্ডলীক মিলন উপলব্ধি করতে পারে এবং সেই মিলনে বৃদ্ধি পেতে পারে তার জন্য মণ্ডলীর পক্ষ থেকে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আর তা করতে হলে প্রথমে মণ্ডলীকে তাদের কথা শুনতে হবে। তাই স্থানীয় যুবদিবসে বিশপের উপস্থিতি প্রত্যাশা করা হয়।

মিশনারী অভিজ্ঞতা: আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুব দিবস পালন ইতোমধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছে মিশনারী অভিজ্ঞতার দারুণ সুযোগের কথা। তাই স্থানীয় যুব দিবস পালনেও মিশনারী অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ রাখার কথা বলা হয়েছে।

জীবনাহ্বান নির্ধারণ ও পবিত্রতার আহ্বান, তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতা, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন ইত্যাদি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে নির্দেশনা এসেছে যুব দিবস পালনের।

- **তথ্যসূত্র :** *news.va*

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান আর্চডাইয়োসিসে আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসির অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান

বিগত ২২ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রালে বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি'কে চট্টগ্রামের আর্চবিশপ পদে অধিষ্ঠিত করেন ঢাকার আর্চবিশপ ও বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই এবং। উক্ত অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি ও ভাতিকান রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী, ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি রাজশাহীর বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ময়মনসিংহের বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি, খুলনার বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী, দিনাজপুরের বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, সিলেটের মনোনীত বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গোমেজ এবং ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত সহকারী বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ, সিএসসি। এবং আরো উপস্থিত ছিলেন ৩২জন যাজক এবং ২৩ জন ব্রাদার ও সিস্টার এবং ৬৪জন খ্রিস্টভক্ত। উল্লেখ্য করোনার পরিস্থিতি বিবেচনা করে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি অনলাইনে সম্প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানে পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি ও ভাতিকান রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী নবনিযুক্ত আর্চবিশপকে পোপ ফ্রান্সিস এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের সকল ফাদার, ব্রাদার এবং সিস্টারদের অনুরোধ করেন তারা যেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি কে তার সেবা কাজে সহযোগিতা করেন। বক্তব্যের শেষে তিনি সবাইকে বলেন, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি'কে চট্টগ্রামের আর্চবিশপের দায়িত্বের পাশাপাশি বরিশাল ডাইয়োসিসের প্রৈরিতিক প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এরপর ঢাকার আর্চবিশপ ও বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই শুভেচ্ছা বক্তব্যে সর্বপ্রথম ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন এবং পরে তিনি শুভেচ্ছা প্রদান করেন নবনিযুক্ত আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি'কে। সেই সাথে ধন্যবাদ দেন ফাদার লেনার্ড রিবেরু এবং সকল কমিটিকে যারা এই অনুষ্ঠানকে সুন্দর করে তুলেছে। কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও সিএসসি আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি'কে অনুপ্রেরণা দান করেন সামনে এগিয়ে যাওয়ার ও আরও ভালো করার।

পরে নবনিযুক্ত আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি তিনি তার সহভাগিতায় তার এ দিনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান আরও ধন্যবাদ জানান পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসকে তাকে বিশপ হিসেবে নিযুক্ত করার জন্য। তিনি বলেন করোনার জন্য অনেক খ্রিস্টভক্ত এই অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেনি তাই পাল্লিউম অনুষ্ঠানে যাতে সবাই স্বশরীরে থাকতে পারে তার জন্য সেটি অবস্থার উন্নতি হলে করা হবে।

এরপরে খ্রিস্টভক্তদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ফাদার লেনার্ড রিবেরুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। উল্লেখ্য ফাদার লেনার্ড প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি'র অকস্মাৎ মৃত্যুর পর ১৫ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ধর্মপ্রদেশীয় প্রশাসক হিসেবে অতি নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর উক্ত অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানকে সুন্দর সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে যে সকল কমিটি ও উপ-কমিটি ছিলো ও অন্যান্য সবাইকে ধন্যবাদ দেয়ার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের ইতি টানা হয়। করোনা পরিস্থিতির কারণে একসাথে খাওয়ার ব্যবস্থা না করে সকলের জন্য প্যাকেট খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

উল্লেখ্য আর্চবিশপ পদে অধিষ্ঠানের আগের দিন অর্থাৎ ২১ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ শুক্রবার বিকাল ৫ টায় নবনিযুক্ত আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি যখন চট্টগ্রাম আর্চবিশপ প্রঙ্গনে এসে পৌঁছে তখন তাকে দেশীয় কৃষ্টিতে পা ধুয়ে বরণ করে নেয়া হয়। অন্যদিকে চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসে আরো যে সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী আছে তাদের রীতি অনুসারে নবনিযুক্ত আর্চবিশপ মহোদয়কে চন্দন তিলক প্রদান, রাখি বন্ধন, ত্রিপুরা রিশা পরিধান, ফুলের মালা, খুথুব পরিধান ও রুমাল উপহার দিয়ে কৃষ্টিগত চিহ্নের মাধ্যমে বরণ করা হয়। পরে সন্ধ্যা ৬ টায় পবিত্র জপমালা রাণী ক্যাথিড্রাল গির্জায় নবনিযুক্ত আর্চবিশপ মহোদয়ের মঙ্গলার্থে পবিত্র সংস্কারের আরাধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়।

এক নজরে আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে বরিশাল সদরের নবগ্রাম রোড, গোলপুকুরপাড়ে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ১৯৮২ খিস্টাব্দে এসএসসি পাশ করেন, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে এইচএসসি এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এর পর ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি একজন কাথলিক যাজক পদে অভিষিক্ত হন। যাজক হবার পরে তিনি ২০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতালীর রোম শহরে অবস্থিত পন্টিফিকাল গ্রেগরিয়ান ইউনিভারসিটিতে মনোবিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও কাউনন্সিলিং বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন শেষে লাইসেনসিয়েট ডিগ্রী অর্জন করেন। লরেন্স সুব্রত হাওলাদার ২০০৯ থেকে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ দীর্ঘ ৬ বছর চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের সহকারী বিশপ হিসেবে সেবা প্রদান করেন। আর্চবিশপ নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে তিনি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বরিশাল ডাইয়োসিসের বিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

উথুলী উপধর্মপল্লীতে যুব সেমিনার

সিস্টার আন্না মারীয়া এসএমআরএ : ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে বিগত ১৬ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ "যুব জীবনের স্বপ্ন, বাস্তবতা ও জীবন লক্ষ্য" বিষয়ক উথুলী উপধর্মপল্লীতে এক যুব সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে উক্ত উপধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার চঞ্চল হিউবার্ট পেরেরা সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, যুবক-যুবতীদের বয়সটা হ'ল স্বপ্ন দেখার বয়স; শুধু স্বপ্ন দেখা নয়, কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে চেষ্টা চালানোর মধ্যদিয়ে তারা তাদের জীবনে সফলতা নিয়ে আসতে পারে। এরপর মূলসুরের উপর উপস্থাপনা প্রদান করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের যুবসমন্বয়কারী ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল। তিনি বলেন স্বপ্ন আমরা বেশিরভাগ সময়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখি যেগুলোর বাস্তবতা নেই, আবার কেউ না ঘুমিয়েও কল্প জগতে দিবাস্বপ্ন দেখে সেগুলোরও তেমন বাস্তবতা থাকে না। কিন্তু পরিশ্রম করে, সদিচ্ছা সহকারে তার সামনে বিদ্যমান বাস্তবতাকে বিবেচনা করে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে যে জীবন সাধনা ও সংগ্রাম করে সেটাই হলো তার জীবনে প্রকৃত স্বপ্ন; যা বাস্তব। এটাই হয়ে উঠে তখন তার জীবন লক্ষ্য; যা তাকে সফলতার দ্বারে পৌছে দেয়। যুবাদেরও বিচিত্র স্বপ্ন রয়েছে। তবে এই স্বপ্নগুলো যেন কল্পজগতের (Virtual World) না হয় বা আবেগিক স্বপ্ন না হয় বরং তা যেন হয় বাস্তব অবস্থা বিবেচনা প্রসূত স্বপ্ন, যা যুবাদের জীবনে সফলতা আনবে। তিনি যুবাদের সেই ধরণের স্বপ্নকে জীবনলক্ষ্য হিসাবে নিয়ে সদিচ্ছার সাথে সাধনা করার আহ্বান জানান। যারা সেই ধরণের সদিচ্ছা নিয়ে সাধনা করে তারাই সফল হয়ে উঠে। তারপর অংশগ্রহণকারী যুবাদের মুক্তালোচনায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়। সবশেষে উপধর্মপল্লীর পালপুরোহিত এই করোনাকালীন সময়েও উক্ত সেমিনারে উপস্থিত সকলকে এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুবকমিশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। উক্ত সেমিনারে ২জন যাজক, ২জন সিস্টার, ১ শিক্ষক, ও ১জন এনিমেটরসহ মোট ৩২ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন।

দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের ধর্মপল্লীতে ফাতেমা রাণী সংঘের পর্ব উদযাপন

সিস্টার অর্চনা এসএমআরএ : গত ১৩ মে, ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ রোজ বৃহস্পতিবার, দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের ধর্মপল্লী তুমিলিয়াতে অত্যন্ত ভাব-গাম্ভীর্য পরিবেশে ফাতেমা রাণীর পর্ব এবং সংঘের পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বের প্রস্তুতি স্বরূপ তিন দিনের বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। সদস্যাগণ পর্বের পূর্বের দিন পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণের মধ্যদিয়ে নিজেদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করেন। পর্বের দিন সকালে পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ এবং সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার লিয়ন রোজারিও। খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন ফাতেমা রাণী সংঘের প্রায় চল্লিশ জন সদস্যা, এসএমআরএ সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ, ব্রাদারগণ এবং অনেক খ্রিস্টভক্ত। ফাদার আলবিন গমেজ তার উপদেশে বলেন, ফাতেমা রাণী পর্বের দিনে আমাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হয়, ফাতেমা নগরে তিন জন শিশুর নিকট মা মারীয়া দর্শন দিয়ে যে বাণী রেখেছেন, সেই বাণী অনুসারে ফাতেমা রাণী সংঘের প্রত্যেক জন সদস্যাগণ যেন জগতের শান্তির জন্য এবং পাপীদের মন পরিবর্তনের জন্য প্রতিদিন নিজ-নিজ পরিবারে সবাইকে নিয়ে রোজারিমালা প্রার্থনা করেন এবং জপমালা প্রার্থনা করতে অন্যদের অনুপ্রাণিত করেন। উপদেশের পরে ফাতেমা রাণী সংঘের সদস্যাগণ জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে নিয়ে তাদের প্রতিজ্ঞা নবায়ন করেন। খ্রিস্টযাগের পরে সদস্যাগণ ফাদারদেরকে ও অতিথি সিস্টারদেরকে গান, ফুল ও উপহার প্রদান করেন। কয়েকজন সদস্যা তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া বাস্তব কিছু অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন। কিভাবে তারা বিভিন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে মা মারীয়ার মালা প্রার্থনা করে। এর পর সংঘ পরিচালিকার ধন্যবাদের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

জাফলং ধর্মপল্লীতে কুমারী মারীয়ার মাসের বিশেষ অনুষ্ঠান

ওয়েলকাম লম্বা ▯ গত ১ মে, শনিবার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, সন্ধ্যা ৭টায় জাফলং সাধু প্যাট্রিকের ধর্মপল্লীতে মে মাস কুমারী মারিয়ার মাসের উদ্বোধন করা হয়। এতে ৩৫জন অংশগ্রহণ করে। জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা মে মাস কুমারী মারিয়ার মাস সম্পর্কে ভূমিকা প্রদান করেন। আমাদের জীবনে মায়ের অর্থাৎ কুমারী মারিয়ার ভূমিকা, কিভাবে আমরা জপমালা প্রর্থনার মধ্যদিয়ে বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারি, কুমারী মারিয়ার মাস তার ইতিহাস সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। এরপর শুরু হয় খাসিয়া ভাষায় জপমালা প্রার্থনা। জপমালা প্রার্থনা পরিচালনা করেন জাফলং ধর্মপল্লীর রাংবাবালাং যোশুয়া খংস্লিং। জপমালা প্রার্থনায় বিশেষভাবে করোনাভাইরাসের যে মহামারী তা থেকে যেন বিশ্ব মুক্ত থাকতে পারে তার জন্য মায়ের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করা হয়। জপমালা প্রার্থনার পর খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। তিনি বাইবেল পাঠের আলোকে সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। তার উপদেশে তিনি স্বর্গীয় মায়ের সাথে সাথে জাগতিক মায়েদের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। পিতা-মাতাদের সাধ্য মত সেবা-যত্ন করার আহ্বান করেন। সেই সাথে কুমারী মারিয়া আমাদের কিভাবে আশীর্বাদ করছেন, বিপদ থেকে রক্ষা করছেন সেই সম্পর্কে চেতনামূলক কথা বলেন। তার উপদেশ সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছে মায়ের প্রতি আরও ভালবাসা, ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে। সেই সাথে খাসিয়াদের যে কৃষ্টি রয়েছে মায়ের মাসে বাড়ীতে-বাড়ীতে গিয়ে মায়ের মূর্তিসহ প্রার্থনা করা তা যেন তারা সব সময় অব্যাহত রাখে। সবাইকে পবিত্র জাপমালা ও খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এই কুমারী মারিয়ার মাসের উদ্বোধন রাত ৮টায় সমাপ্ত হয়॥

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট
(মট্স ট্রাস্টের অধীন পরিচালিত)
দুই বছর, এক বছর, ছয়মাস ও তিন মাস মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মট্স ট্রাষ্টের অধীনে পরিচালিত কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের আওতায় চলমান বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর ও ২ বছর মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেডে আগামী ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হবে। এই প্রশিক্ষণগুলো **আগামী ০১ জুলাই ২০২১ হতে শুরু হবে**। এর প্রেক্ষিতে নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীদের জরুরী ভিত্তিতে ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা : ক) বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৬ হতে ২২ এবং মেয়েদের ১৬-৩৫ বছর (বিধবা/ তালাক প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য), খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেনী হতে এসএসসি পর্যন্ত (প্রতিবন্ধী/ মহিলাদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য)। বয়রা টেকনিক্যাল স্কুলের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য অষ্টম শ্রেণী থেকে এসএসসি পাশ, গ) বৈবাহিক অবস্থাঃ অবিবাহিত (মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়), ঘ) পারিবারিক অবস্থা: অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব মহিলা, ঙ) পারিবারিক মাসিক আয় সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা, চ) অগ্রাধিকার: কারিতাস সহযোগি দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য/ আদিবাসী/ উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, প্রতিবন্ধী, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র ছেলে-মেয়ে।

২। বাছাই পদ্ধতি : লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হবে।

৩। প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য :

বিবরণ	আরটিএস/ বিটিএস/ এফডিএসই/ ভিটিসি প্রজেক্ট	এমটিটিপি/ সিবি-এমটিটিপি প্রজেক্ট
যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়	(ক) অটো মেকানিক/ অটোমোবাইল (খ) ইলেকট্রিক এন্ড রেফ্রিজারেশন/ ইলেকট্রিক্যাল (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন (ঘ) উডেন ক্র্যাফ্ট (ঙ) মেশিনিষ্ট (চ) ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (ছ) টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং এবং (জ) প্লাম্বিং	ক) অটো মেকানিক (খ) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মটর রি-ওয়্যান্ডিং (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড স্টীল ফেব্রিকেশন (ঘ) ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (ঙ) টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং (চ) টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারী (ছ) পোল্ট্রি রেয়ারিং এন্ড কাউ ফ্যাটিনিং (জ) বিউটিফিকেশন
মেয়াদ কাল	ছয় মাস/ এক বছর / দুই বছর (সেমিষ্টার পদ্ধতি)	ছয় মাস/ তিন মাস
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	(ক) প্রথম সেমিষ্টার (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) (খ) দ্বিতীয় সেমিষ্টার (ব্যবহারিক ও অন জব ট্রেনিং)	তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক
আবাসন সম্পর্কিত	আবাসিক ব্যবস্থা আছে	আবাসিক ব্যবস্থা নেই।
ভর্তি ফি	২০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশি হতে পারে)	এমটিটিপি ১০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশি হতে পারে) এবং সিবি-এমটিটিপি ২০০/- টাকা
মাসিক টিউশন ফি	৭০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশী হতে পারে)	এমটিটিপি ৭৫/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশি হতে পারে) এবং সিবি-এমটিটিপি ১২৫/- টাকা।

বিঃদ্রঃ ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেড মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত।

৪। সাধারন তথ্যাবলী : (ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত জমা দিতে হবে; (খ) ২ কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্রের কপি; (ঙ) আরটিএস/ বিটিএস/ এফডিএসই/ ভিটিসি এর নিয়মিত কোর্সে (দুই, এক বছর ও ছয় মাস) ভর্তির সময় অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক শারীরিকভাবে সক্ষম এ মর্মে মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। (বিশেষ করে Blood for Hb%, Urine for R/M/E, RBS and X-Ray Chest P/A) মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে অপারগ হলে ভর্তি ফির সাথে অতিরিক্ত ৩০০ (তিনশত) টাকা স্কুলে জমা দিতে হবে; (চ) আরটিএস/ বিটিএস/ এফডিএসই/ ভিটিসি এর ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে ফ্রি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে; (ছ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; (জ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা দেয়া হয়; (ঝ) পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

৫। এলাকা ভিত্তিক আবেদন করার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা :

আরটিএস/ বিটিএস/ ভিটিসি

অধ্যক্ষ
ফাদার সি.জে. ইয়াং টেকনিক্যাল স্কুল
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
ফোনঃ ০১৭৬১৭৩২০০০

অধ্যক্ষ
কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল
বানিয়ারচর, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ
ফোনঃ ০১৭১৩৩৮৪১০৬

অধ্যক্ষ
ব্রাদার ফ্লেভিয়ান টেকনিক্যাল স্কুল
ফাজিলখারহাট কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম
ফোনঃ ০১৭১৩৩৮৪১০৩

অধ্যক্ষ
কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল
আকনপাড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
ফোন ঃ ০১৭১৩৩৮৪১০৭

অধ্যক্ষ,
ব্রাদার ডোনাল্ড টেকনিক্যাল স্কুল
কমলাপুর, সাভার, ঢাকা,
ফোন ঃ ০১৭১৯৭৭৮৪১৮

অধ্যক্ষ,
কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল
বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর
ফোন ঃ ০১৭১৩৩৮৪১০৮

অধ্যক্ষ
শহীদ ফাদার লুকাশ টেকনিক্যাল
স্কুল, দিনাজপুর
ফোন ঃ ০১৭১৩৩৮৪১০৫

অধ্যক্ষ
কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল
ইছবপুর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
ফোন ঃ ০১৯৮০০০৮৪৪৩

অধ্যক্ষ
বয়রা টেকনিক্যাল স্কুল
রায়েরমহল, খুলনা
মোবাইল ঃ ০১৭১২৯৩১৬৪৩

ট্রেনিং ইনচার্জ
ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার
ওসমানপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর
ফোনঃ ০১৭২২৮৪০৬৭৫

সিবি-এমটিটিপি/ এফডিএসই

টেকনিক্যাল অফিসার
কারিতাস বরিশাল অঞ্চল
সাগরদি, বরিশাল-৮২০০
ফোন ঃ ০১৭১৯৯০৯৪৮৬

টেকনিক্যাল অফিসার
কারিতাস খুলনা অঞ্চল
রূপসা ষ্ট্রান্ড রোড, খুলনা-৯১০০
ফোন ঃ ০১৭১৮৪০৪৩৮২

টেকনিক্যাল অফিসার
কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল
পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম
ফোনঃ ০১৮১৫০০৫২২৮

টেকনিক্যাল অফিসার
কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল
ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ-২২০০
ফোন ঃ ০১৭১৮২৭১৭৩২

টেকনিক্যাল অফিসার
কারিতাস ঢাকা অঞ্চল
পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন ঃ ০১৯৫৫৫৯০৬৫৫

টেকনিক্যাল অফিসার,
কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল
পোঃঅঃ বক্স.১৯, রাজশাহী-৬০০০
ফোন ঃ ০১৭১৬৭৪৯৬৯৪

টেকনিক্যাল অফিসার
কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল
পোঃঅঃ বক্স.৮, দিনাজপুর-৫২০০
ফোন ঃ ০১৭১২৫৬৭৩৪৪

প্রধান প্রশিক্ষক
ফরমেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব স্কীলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট
গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওঁগা
ফোনঃ ০১৭৪৫২৯৯২৮২

এসিসট্যান্ট এমপ্লয়মেন্ট প্রমোশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার
কারিতাস সিলেট অঞ্চল
সুরমাগেট, খাদিমনগর
সিলেট-৩০০৩
ফোনঃ ০১৮১৮১৩৮১৬৪

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট অফিস

ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার, আরটিএস
১/সি-১/এ, পল্লবী
মিরপুর-১২, ঢাকা - ১২১৬
মোবাঃ ০১৯৮০০০৮৫৮৪

সমন্বয়কারী, এমটিটিপি
১/সি-১/এ, পল্লবী
মিরপুর-১২, ঢাকা - ১২১৬
মোবাঃ ০১৭১২১৫২৩৩৭

উর্দ্ধতন হিসাব ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর-১২
ঢাকা - ১২১৬।
মোবাঃ ০১৯৮০০০৮৫৮২

প্রজেক্ট ম্যানেজার
১/সি-১/এ, পল্লবী
মিরপুর-১২, ঢাকা - ১২১৬
মোবাঃ ০১৯৫৫৫৯০০৯৪

বিজ্ঞ-৪৪/২০২১

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

"তুমি রবে নিরবে হৃদয়ে মম"

গত বছর এই সময় হঠাৎ করেই হাজারো মানুষের ভালবাসা উপেক্ষা করে তুমি আমাদের সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলে পরম পিতার গৃহে। তোমার এই চলে যাওয়াটা আজও আমরা ভুলতে পারি না। মনে হয় এই বুঝি তুমি আমাদের কিছু বলছো। তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখটি চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠে। অজান্তেই ভিতরটা ধুমরে মুছড়ে উঠে।

তুমি ছিলে পরোপকারী, সৎ, সাহসী ও স্পষ্টভাষী এবং আদর্শবান একজন পিতা। বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গে পরম পিতার কাছেই আছো। তুমি সেখানে থেকে আমাদেরকে আশীর্বাদ করো আমরা যেন তোমার আদর্শ অনুসরণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি এবং পরম পিতার গৃহে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি।

প্রয়াত ডা: অমর পল কস্তা
জন্ম : ২১ অক্টোবর, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
মধুবাগ, মগবাজার
ঢাকা

তোমারই শোকার্ত -
স্ত্রী : শিলা কস্তা
সন্তানগণ : এলভিস যোহন কস্তা, এলড্রিক জের্ভাস
লিয়েন ক্লেভিয়ান, ব্রেইজ বেনেডিক্ট
ও পরিবারবর্গ

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ১৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 19
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ১৯
Regd. No. DA-33
❖ 30 May - 5 June, 2021, ১৬ - ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

অনন্তকাল প্রস্থানের ৮ম বর্ষ

Francis D' Cruze

জন্ম : ১১ আগষ্ট ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
তুলপুর ধর্মপল্লী (বড়-বাড়ী)

তোমার জীবন যাত্রায় এ পৃথিবীতে ছিলে ৭৭ বছর। তুমি অর্জন করেছিলে জীবন সঙ্গী ও ৩ পুত্র, ৩ কন্যা, পুত্রবধূ জামাই এবং নাতি, নাতনি। একাকী মাঝি হয়ে আমাদের নিয়ে দুঃখের সাগর পাড়ি দিয়েছিলে। নোঙ্গর করেছিলে সুখের এই আশিনগরে। মধুময় সময়ের মাঝেও আনন্দের ধারা ছিল কত পার্বণ-উৎসবে আমাদের এই ছোট সংসারে।

হঠাৎ সেই রক্তিম দিনাংক ২ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বর তাঁর অশেষ কৃপায় আমাদের বাবার দিন পঞ্জিকা সাঙ্গ করলেন। তিনি তাঁর স্বর্গরাজ্য বাগানে, সর্ব কালের জন্য সাজিয়ে রাখবেন বলে, আমাদের বাবাকে আমাদের কাছ থেকে তুলে নিলেন। সেখান থেকে কেউ কোন দিন ফিরে আসেননি। বাবা তুমি, পিতার গৃহ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করবে, যেন আমরা সুস্থ-সবল জীবন কাটাতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে ছোট মেয়ে পারভিন রোজারিও (Sydney -Australia)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org